CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 3 May, 2020 ■ আগরতলা, ৩ মে ২০২০ ইং ■ ২০ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিশালগড়ে নালায় যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার গান্ধীগ্রামে ফাঁসিতে আত্মঘাতী মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। লকডাউনেও রাজ্যে থেমে নেই অপরাধ। শনিবার সাতসকালে বিশালগড় থানাধীন রাঙাপানিয়া এলাকায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। রাঙাপানিয়া পুলিশ ক্যাম্প সংলগ্ন জমির নালায় উদ্ধার করা হয়েছে রক্তাক্ত কমল দেবনাথ (৩৫) নামের একযুবকের মৃতদেহ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা'র প্রভাবে রাজ্যের আয় কমেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। করোনা'র প্রভাবে ত্রিপুরার আয় কমেছে। কেন্দ্রীয় করের অংশ হিসাবে মোট প্রাপ্তির ১০ শতাংশ মিলেছে। শনিবার একজি জাতীয় বৈদ্যুতিন চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানিয়েছেন, এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় করের শেয়ার বাবদ ২০০ কোটি টাকার বদলে মাত্র কুড়ি কোটি টাকা পেয়েছে ত্রিপুরা। শতাংশের হিসাবে ১০ শতাংশ অর্থ প্রাপ্তি হয়েছে।

হটস্পট থেকে আগত ১১জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। বহিঃরাজ্যের করোনা হটস্পট থেকে আগত ১১জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাছাড়া ১১৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আজ চুড়াইবাড়ি দিয়ে বহিঃরাজ্য থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসম থেকে ফেরার ৫২ দিনের মাথায় সংক্রমণ শনাক্ত

রাজ্যে দুই বিএসএফ জওয়ান করোনা আক্রান্ত, সংস্পর্শে থাকা ৬৮ জন চিহ্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। ত্রিপুরায় ফেরার ৫২ দিনের মাথায় করোনা আক্রান্ত এক বিএসএফ জওয়ানের সন্ধান মিলেছে। তাঁর থেকে আরও এক বিএসএফ জওয়ান সংক্রমিত হয়েছেন। ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত ২ বিএসএফ জওয়ানের মধ্যে একজন গত ১১ মার্চ অসম থেকে ত্রিপুরায় ফিরেছেন। গত ২২ এপ্রিল তিনি কর্মক্ষেত্রে যোগ দেন। ২৫ এপ্রিল তিনি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁকে দেখাশুনার জন্য এক জওয়ানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। দুজনই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের সংস্পর্শে ছিলেন এমন এখন পর্যন্ত ৬৮ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এ-বিষয়ে শনিবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরার ধলাই জেলা সদর আমবাসায় জহরনগরস্থিত বিএসএফ ১৩৮ ব্যাটালিয়নের এক হেড কনস্টেবল এবং একজন কনস্টেবল করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, বিএসএফের ওই হেড কনস্টেবল অসমের শিবসাগর জেলার বাসিন্দা। গত ১১ মার্চ তিনি ত্রিপুরায় ফিরেছেন। এর পর যথারীতি কাজে যোগ দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, গত ২২ এপ্রিল ওই জওয়ান ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায় করিনা বিওপি-তে যোগ দেন। ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি সেখানেই ছিলেন। কিন্তু পেটে ব্যথা হওয়ায় ওইদিন তাঁকে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। সেখান থেকে তাঁকে ধলাই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। তিনি বলেন, ১ মে পর্যন্ত ওই জওয়ান ধলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ওইদিন রাতে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং জি বি হাসপাতালে ফ্লু ক্লিনিকের তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ধলাই জেলা হাসপাতালে ওই জওয়ানকে দেখাশুনার জন্য এক কনস্টেবলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁকেও জিবি হাসপাতালে ফ্লু ক্লিনিকে পরীক্ষা করে ভরতি করা হয়েছিল। আজ সকালে তাদের লালারস পরীক্ষা করে দুজনেরই রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তিনি বলেন, বিএসএফের হেড কনস্টেবল প্রথমে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তার থেকেই ওই কনস্টেবল সংক্রমিত হয়েছেন। তবে, ওই হেড কনস্টেবল কীভাবে সংক্রমিত হয়েছেন, তা এখনও খুঁজে বের করা সম্ভব হয়নি। তিনি জানান, করোনা আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ানের সংস্পর্শে ছিলেন এমন এখন পর্যন্ত ৬৮ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে।

বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের সাথে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিউর অনুসরণ করছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। বহিঃরাজ্য থেকে ত্রিপুরায় আগতদের সাথে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিউর অনুসরণ করা হচ্ছে, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, চোরাইবাড়িতে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনা হটস্পট থেকে ত্রিপুরায় আসলে তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হচ্ছে। নমুনা পরীক্ষায় নেগেটিভ রিপোর্ট এলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে।

তিনি জানান, রাজ্যে গতকাল পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ১১৫ জন। বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ৩৬৫ জন। তাছাড়া, মোট ৪ হাজার ৯৬৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৪ হাজার ৮২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২ জনের পজিটিভ যাঁরা বর্তমানে সুস্থ। এছাড়া, বহিঃরাজ্যের এক অ্যাম্বুলেন্স চালকের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে। তিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাকি সবগুলিই নেগেটিভ এসেছে, জানান তিনি।

শিখামাত্রীর কথায়, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত চোরাইবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ৪০১ জন ত্রিপুরায় এসেছেন। তাঁর বক্তব্য, চোরাইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে যাঁরাই ত্রিপুরায় আসবেন তাঁদের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিউর অনুসরণ করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ওই ৪০১ জনের মধ্যে হটস্পট এলাকা থেকে ১১ জন এসেছেনউ তাঁদের মধ্যে ৬ জন লরি চালক। তাঁদেরকে চোরাইবাড়িতে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ওই ১১ জন সহ মোট ৫১ জনের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

মন্ত্রী রতনলাল বলেন, ওই ৪০১ জনের মধ্যে ২৮৭ জন হলেন লরির চালক ও তাঁর সহকারী। ২৫ জন রোগী যাঁরা বহিঃরাজ্যে চিকিৎসর জন্য গিয়েছিলেন। তাছাড়া, বহিঃরাজ্যে আটকেছিলেন ৮৯ জন। তাঁর কথায়, স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিউর অনুসারে হটস্পট এলাকা থেকে এলে লরিচালক ও সহকারীদের একদিন ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে থাকা বাধ্যতামূলক। তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে নমুনা পরীক্ষা করাও বাধ্যতামূলক। সেক্ষেত্রে পজিটিভ পাওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ অসমের সুতারকান্দি স্থলবন্দর অনুসরণ করেই রাজ্য থেকে পণ্য রফতানি বাংলাদেশে

আগরতলা, ২ মে (হিঃসঃ)।। করোনা মহামারির প্রকোপেও ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের সম্প্রীতি বজায় রাখা হয়েছে। একই সাথে সংক্রমণ ছড়ানো আটকাতে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার সুতারকান্দি স্থলবন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জিরো পয়েন্টে দুই দেশের পণ্যবাহী গাড়ি দাঁড় করিয়ে পণ্য নামানো হচ্ছে। সুতারকান্দির অনুকরণেই পেট্রাপোল স্থলবন্দরে দীর্ঘদিনের জট খুলেছে। সেখানেও একইভাবে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি-রফতানি সম্প্রতি শুরু হয়েছেউ পিছিয়ে নেই ত্রিপুরাও। শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর দিয়ে এখন এভাবেই পণ্য রফতানি করা হচ্ছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, সুতারকান্দি স্থলবন্দরের সারা দেশেই অনুকরণ হচ্ছে।

এ-বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক পদস্থ আধিকারিক বলেন, করোনা প্রকোপের মধ্যেও বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে কোনও প্রভাব পড়তে দেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, লকডাউন ঘোষণার পর থেকে সুতারকান্দি স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে পণ্য আমদানি-রফতানি করার জনা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, জিরো পয়েন্টে দুই দেশের গাড়ি দাঁড় করানো হয়। তার পর দুই গাড়ির চালকরা বেরিয়ে যান। যে দেশ পণ্য আমদানি করবে সেই দেশের শ্রমিকরা গাড়ি থেকে পণ্য নামিয়ে আনেন। তার পর দুটি গাড়িই স্যানিটাইজ করা হয়উ তাঁর দাবি, লকডাউনের সমস্ত নিয়ম এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রফতানি চালু রাখা হয়েছে। তাঁর কথায়, তিনদিন আগে করিমগঞ্জের সুতারকান্দি স্থলবন্দর দিয়ে আদা রফতানি হয়েছে। তেমনি বিস্কুট সহ দুই গাড়ি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছে।

সুতারকান্দি স্থলবন্দরের ওই ফর্মুলা ত্রিপুরায়ও প্রয়োগ করা হয়েছে। সিপাহিজলার জেলাশাসক চন্দন কুমার জমাতিয়া বলেন, সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানসিক ভারসাম্যহীন বাংলাদেশি যুবকের অবৈধ প্রবেশে টানাপোড়েন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশ সাব্রুম সীমান্তে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। কিন্তু, দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর আলোচনায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলাশাসক ড় দেবপ্রিয় বর্ধনের কথায়, মানসিক ভারসাম্যহীম এক ব্যক্তি সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে এপাড়ে চলে আসেন। তিনি বাংলাদেশি নাগরিক বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাকে মনু বনকু লে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তার নমুনাও সংগ্রহ করা হবে।

শুক্রবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার দশমীঘাট সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি নাগরিক অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘ মতবিনিময় হয়। গতকাল দুই দফায় ফ্ল্যাগ মিটিং-এ সুরাহা হয়নি। ফলে, রাতে বিএসএফ ওই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তু লে দেন। রাতেই তাকে মনুবনকু ল প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

এ-বিষয়ে স্থানীয়দের বক্তব্য, গতকাল সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। কয়েকদিন আগেও এক বাংলাদেশী মহিলা সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে এপারে এসেছিলেন। ওই ব্যক্তিকে বাংলাদেশে ফেরানো নিয়েই টানাপোড়েন চলেছে। সূত্রের খবর, আজ বিএসএফ-এর আইজি সাব্রুম ছুটে গেছেন। তিনি বিজিবি-র সাথে বৈঠকে সমাস্যার সুরাহা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪ মে থেকে দুই সপ্তাহের লকডাউনের কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি. স.) : অরেঞ্জ জোনে সাধারন মানুষের এবং গাড়ির চলাচল নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে এই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। শনিবার সূত্র মারফত জানা গেছে, অরেঞ্জ জোনে দেশজুড়ে যে সমস্ত কাজকর্মে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া এক জেলা থেকে অন্য জেলায় এবং জেলার মধ্যে বাস চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা থাকবে।

বিধিনিষেধের মধ্যে দুটি অন্য কাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ১) ড্রাইভার সহ ২ জন যাত্রী নিয়ে ট্যাক্সি ও ক্যাব চলাচল করতে পারবে। ২) অনুমতির ভিত্তিতে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় মানুষ ও গাড়ি চলাচল করতে পারবে। তবে চার চাকার গাড়িতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষিক্ষেত্রের নানা সমস্যা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার নিয়ে আধিকারীকদের নিয়ে বৈঠক করেন। ছবি-ট্যুইটার।

করোনা ঃ সবাইকে আরও বেশি সতর্ক থাকার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

লকডাউন ঃ কেন্দ্রীয় নীতি নির্দেশিকা মেনেই রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিলবে ছাড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে আগামী ৪ঠা মেথেকে ১৭ই মে পর্যন্ত চলবে দেশব্যাপী তৃতীয় দফায় লকডাউন। এক্ষেত্রে করোনা মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের জোন বিন্যাসে ত্রিপুরা গ্রীনজনে রয়েছে, তাই ৪ঠা মে থেকে বড় মার্কেট কমপ্লেস ছাড়া অন্যান্য দোকানিদের ক্ষেত্রে মিলছে ছাড়। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নির্দেশিকা মেনে রাস্তায় নামার অনুমতি পাচ্ছে অন্যান্য যানবাহনও।

শনিবার রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এক ভিডিও বার্তায় এ কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন দোকানি ও ক্রেতাদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক হচ্ছে। দোকানিরা ইচ্ছে করলে মাস্ক বিক্রিও করতে পারেন। কোনো ক্রেতা মাস্ক না পড়ে দোকানে এলে তার কাছে পণ্য বিক্রি না করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বাজার কমিটির প্রতি আহ্বান রাখেন এই বিষয়টি নজরদারি করতে। প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করতেও বলেন তিনি। পাশাপাশি মাস্ক না পড়ে কেউ জনবহুল স্থানে এলে সরকারিভাবে জরিমানা করার বিষয়েও অবগত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

যানবাহনের ক্ষেত্রে অন্যান্য গাড়িগুলোতে ৫০ শতাংশ হারে যাত্রী পরিবহনের নির্দেশ জারি করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। অটো, টমটম ও প্রাইভেট কারে ড্রাইভার সহ পেছনে সর্বমোট দুজন বসার অনুমতি মিলছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী ভিডিও বার্তায় উল্লেখ করেন।

বহিঃরাজ্যে আটকে পড়া রাজ্যের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাদের সুরক্ষিতভাবে রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে সরকার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। অযথা রাজ্যে ফিরে আসার ব্যাপারে অস্থির না হওয়ার আবেদন রাখেন তিনি। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে কয়টি করোনা পজিটিভ কেইস এসেছে সবার ক্ষেত্রেই রয়েছে ট্রেভেলিং হিস্ট্রি। বহিঃরাজ্য থেকে যারাই ত্রিপুরায় আসবেন, সবার ক্ষেত্রেই যাবতীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সরকার। সম্প্রতি উদয়পুরে চেন্নাই ফেরত যাত্রীদের এম্বুলেন্স ড্রাইভারের সংক্রমণ ও আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে জুলাইয়ে কলেজগুলিতে বার্ষিক পরীক্ষা, পাশ-ফেল প্রথা নবম ও একাদশ শ্রেণিতে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। রাজ্যের ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা কলেজগুলিতে বার্ষিক পরীক্ষা আগামী জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে, অর্থাৎ করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতি আগামী দিনগুলিতে বর্তমানের মতো স্বাভাবিক থাকলেই তা অনুষ্ঠিত হবে, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে নবম ও একাদশ শ্রেণে পাশ-ফেল প্রথা অনুসরণ করা হবে।

মন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উ পাচার্য, কন্টোলার ও অন্যান্যদের নিয়ে গতকাল এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকেই কলেজগুলির পরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, জেনারেল ডিগ্রি কলেজের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সেমিস্টার, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা স্তরে দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ ও ডিগ্রির ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম সেমিস্টারের পরীক্ষাগুলি জুলাইতে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, ইউজিসি-র গাইডলাইন অনুসরণ করে এই সময় পরীক্ষা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। তার আগে মে মাসে আরও ব্যাপকভাবে অনলাইন ক্লাস নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হবে। বলেন, আগামী জুনে কলেজগুলিতে ব্যাপকভাবে পঠন-পাঠন শুরু হবে। তবে সবকিছুই করোনা সংক্রান্ত পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে, বলেন মন্ত্রী রতনলাল।

মন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে ত্রিপুরার বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সকল ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করার বিষয়টি আগেই ঘোষণা করা হয়েছে। তবে নবম ও একাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে পাশ-ফেল প্রথা অনুসরণ করা হবে। তাঁর কথায়, সিবিএসই-কে অনুসরণ করে ত্রিপুরায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাঁর বক্তব্য, নবম শ্রেণির সকল বিষয়ের বার্ষিক পরীক্ষা আগেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। একাদশ শ্রেণির যে বিষয়গুলির বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যাণ্মাষিক পরীক্ষার নম্বর যাচাই করে ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ণ করা হবে।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, ত্রিপুরার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মাস ও কেমিস্ট্রি (রসায়ন), এই দুটি বিষয়ে ইনটিগ্রেটেড মাস্টার ডিগ্রি কোর্স চালু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে। এই বিষয়েও গতকালের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাছাড়া কিছু কর্মসংস্থানমুখী কোর্সও এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করার জন্যও সরকার চিন্তাভাবনা করছে। তিনি বলেন, ডিপ্লোমা-ইন জিএসটি, ডিপ্লোমা-ইন রিটেল অ্যান্ড সোশাল ম্যানেজমেন্ট, ডিপ্লোমা-ইন ইনসিওরেন্স রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, এই কোর্সগুলি চালু করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। এই ডিপ্লোমা কোর্সগুলির প্রতিটিই ১ বছরের হবে। তাছাড়াও ডিপ্লোমা-ইন স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ১ বছরের কোর্সও এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করার জন্য চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে, জানান শিক্ষামন্ত্রী।

২৪ ঘন্টায় ৭১ বেড়ে ভারতে মৃত্যু ১২১৮ জনের, আক্রান্ত ৩৭,৩৩৬

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি.স.): সংক্রমণ থামার কোনও লক্ষণই নেই। করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই যত শক্তিশালী হচ্ছে, মারণ এই ভাইরাসও ততটাই দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে প্রাণ হারালেন আরও ৭১ জন, এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২২৯৩ জন। ফলে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১২১৮ এবং সংক্রমিত ৩৭, ৩৩৬ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৯,৯৫০ জন।

কোভিড-১৯

শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭,৩৩৬ জন ('অ্যাক্টিভ' করোনা রোগী ২৬,১৬৭)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,২১৮। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২৬,১৬৭ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ১,২১৮ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে একজনের, বিহারে ৩ জনের, দিল্লিতে ৬১ জনের, গুজরাটে ২৩৬ জনের, হরিয়ানায় ৪ জনের, হিমাচল প্রদেশে একজনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৮ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ২২ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৪৫ জন, মহারাষ্ট্রে ৪৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওড়িশায় একজনের, পঞ্জাবে ১৯ জন, রাজস্থানে ৬২ জনের, তামিলনাড়ুতে ২৮ জন, তেলেঙ্গানায় ২৬ জন, উত্তর প্রদেশে ৪২ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের নিরিখে সর্বাগ্রে মহারাষ্ট্রই। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ১১৫০৬, দিল্লিতে ৩,৭৩৮, তামিলনাড়ুতে ২৫২৬, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৪৬৩ জন, আন্দামান ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২০১ ▫ ৩ মে ২০২০ ইং ▫ ২০ বৈশাখ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

অনুপ্রবেশ আতংক

করোনা মুক্ত বলিয়া ত্রিপুরা যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল তাহা যেন ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গিয়াছে। আরও দুইজন বিএসএফ জওয়ান করোনা আক্রান্ত হইয়াছেন। তাহারা আমবাসায় কর্তব্যরত ছিলেন। সম্প্রতি এই দুই জওয়ান আসাম হইতে ছুটি কাটাইয়া কাজে যোগ দিয়াছিলেন। এই ঘটনায় প্রত্যন্ত এই রাজ্য আরও বেশী সতর্ক হইয়াছে। শত সতর্কতার মধ্যেও কিন্তু বিপদ পিছু ছাড়িতেছে না। বাংলাদেশ হইতে প্রতিনিয়ত যে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিতেছে তাহা স্পষ্ট হইয়াছে। সীমান্ত প্রহরায় বিএসএফ এই রাজ্যে চরম উদাসীনতার নজীর রাখিয়া চলিয়াছে। কড়া নজরদারী সত্বেও বাংলাদেশ হইতে অনুপ্রবেশ চলিতেছে। তাহা হাতেনাতে ধরিয়াছে এলাকাবাসী। যার সেখানে বিএসএফ এর নজরদারী যে একেবারেই ঠুনকো তাহা আবার প্রমাণ হইয়া গেল। শনিবার দুপুরে বিলোনীয়ার ঘোষপাড়ার বাজারের পশ্চিম দিকে কাঁটাতারের বেড়া টপকাইয়া বাংলাদেশের এক যুবক এপাড়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী যুবকটিকে পাকড়াও করিয়া সামাজিক দূরত্ব ভুলিয়া গিয়া বাংলাদেশী যুবকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে স্থানীয়রা। যুবকটিকে পুলিশের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। যুবকটি স্বীকার করে কাঁটাতারের বেড়া টপকাইয়া এপাড়ে আসিবার সময় কোনও বিএসএফ জওয়ান কর্তব্যরত ছিল না। এই ঘটনা প্রমাণ করিয়াছে যে, বিএসএফ জওয়ানরা সম্পূর্ণ ঘুমাইয়াই ডিউটি করিতেছেন।

ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসের ভয়ংকর থাবা বিস্তৃত হয় নাই। রাজ্যের মানুষ তাই স্বস্তিতে আছেন বলা যায়। কিন্তু, ত্রিপুরার আতংকের মূল কারণ হইতে পারে বাংলাদেশ। প্রতিনিয়ত সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িতেছে। করোনার বিরুদ্ধে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িতেছে। করোনার বিরুদ্ধে তেমন জোরদার পদক্ষেপও নাই। অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক দূরত্ব মানা হইতেছে না। এই অবস্থায় বাংলাদেশে করোনার ভয়ংকর থাবা বিস্তৃত হইবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। এই অবস্থায় ত্রিপুরার সামনে ভয়ানক বিপদ আসিবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীরা বড় ভূমিকা পালন করিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কয়দিন আগেও রাজ্যবাসীকে সতর্ক করিয়াছিলেন। একজন বাংলাদেশীও যাহাতে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করিতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য ও কেন্দ্রের তরফে বিএসএফকে আগাম হুশিয়ারী দেওয়া হইয়াছিল কোনও অবস্থাতেই যেন একজন বাংলাদেশীও ত্রিপুরায় প্রবেশ করিতে না পারে। কিন্তু, বিএসএফ ব্যর্থতাই কুড়াইয়াছে। বিলোনীয়া সীমান্ত দিয়া এক অনুপ্রবেশকারী যুবক ধরা পরিলেন আরও কত যুবক এইভাবে এই রাজ্যে আসিয়াছে তাহা কে হিসাব রাখিয়াছে।

একথা স্পষ্ট যে, যত দিন বাংলাদেশ সীমান্তে প্রকৃত অর্থে অনুপ্রবেশ রোধে ব্যবস্থা নেওয়া না যাইবে ততদিন ত্রিপুরা অরক্ষিতই থাকিয়া যাইবে। লকডাউনের মূল লক্ষ্যই হইতেছে স্থানান্তর রোধ করা। কিন্তু, বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়া অনুপ্রবেশ রোধ করা না যায় তাহা হইলে ভয়ানক বিপদের হাত হইতে ত্রিপুরা বাঁচিবে না। কিভাবে কাঁটাতার ডিঙ্গাইয়া যুবক এপাড়ে আসিল তাহার জন্য বিএসএফ কর্তৃপক্ষের নজরে বিষয়টি নিতেই হইবে। ফাঁকি ঝুকি বা দুনম্বরী ঘটনা সম্পর্কে সজাগ সচেতন হইতে হইবে। সীমান্তে বিএসএফের রেকর্ড খুব ভাল নহে। অতীতে অনেক অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল বিএসএফ। সেই গাফিলতি ত্রিপুরাকে ভয়ানক বিপদে ঠেলিয়া দিতে পারে। সুতরাং আরও কঠোর সতর্কতা খুব জরুরী।

করোনা দিয়ে বিশ্বকে দুঃখী করেছে চিন

আর কে সিনহা

আজ সারা বিশ্বে দুঃখ ও নিস্তব্ধতার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। করোনার সংক্রমণ চক্র ভাঙার জন্য বিশ্বের ১৭৫ টি দেশে লকডাউন চলছে। কিন্তু চিনে পরিস্থিতি ক্রমশই স্বাভাবিক হচ্ছে। করোনার সূতিকাগার চিনের উহান শহরে অফিস এবং কারখানায় ধীরে ধীরে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। মেট্রোরেলও চলতে শুরু করেছে। এই শহরেই করোনার ভাইরাসের কারণে কয়েক হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল।উহান কঠোরভাবে লকডাউন জারি করা হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা শহরটির রয়েছে। চিনের বাকি অংশগুলিতে কখনও এক সঙ্গে লকডাউন জারি হয়নি। তাই এখন সন্দেহ বিশ্বাসে পরিবর্তিত হচ্ছে যে উহানের গবেষণাগারে মানব- নির্মিত করোনার ভাইরাস বিশ্বকে দিয়েছে চিন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন প্রকাশ্যে অভিযোগ করছেন যে চিনের কারণে বিশ্বজুড়ে করোনার ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি দাবি করেছেন যে তার কাছে তার কাছে শক্তপক্ত প্রমাণও রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যে উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট করেই বলছেন যে চিনই করোনার ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়েছে।এই ভাইরাসটিকে উহান ইনস্টিটিউট অফ বায়োলজির ল্যাবে তৈরি করা হয়েছিল।

১ মে এক সংবাদ সম্মেলন চলাকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে করোনার সঙ্গে উহান যোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি চিনের দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তোলেন। বলা বাহুল্য, নির্দিষ্ট প্রমাণ হাতে আছে বলেই এই ধরণের অভিযোগ তুলছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। অযথা কোনও কারণ ছাড়াই চিনের বিরুদ্ধে এত মারাত্মক অভিযোগ তো তিনি তুলবেন না।

একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প উত্থাপন করেছেন তার জবাব চিন দিতে পারবে না। ট্রাম্প জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে করোনা যখন উহানে ছরিয়ে পড়েছিল, তখন চিনি নববর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল চিন। উহানের নাগরিকরা ঘুরে বেড়ানোর জন্য বাইরে যেতে চেয়েছিল। বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিলেও, দেশের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার অনুমতি তাদের দেওয়া হয়নি। গোটা বিশ্বে করোনা ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা মাফিক চক্রান্ত ছাড়া আর কি হতে পারে?

কতটা নির্দয় রাষ্ট্র চিন

এই পরিস্থিতিতে এটাও ভাববার বিষয় যখন গোটা বিশ্ব করোনার জেরে নাজেহাল। তখন মারণ এই ভাইরাসের উপর কি ভাবে প্রায় নিয়ন্ত্রণে করে ফেলেছে চিন। এই প্রশ্নের উত্তর চিনকে দিতে হবে। চিন অত্যন্ত ধূর্ত ও অত্যাচারী রাষ্ট্র। আপনি এদের কাছ থেকে যে কোনও ধরণের নিপীড়ন আশা করতে পারেন। চিনা সরকার যে কতটা অত্যাচারী তার নির্দশন হচ্ছে তিয়েন আমেন স্কোয়ারের গণহত্যার ঘটনা। বর্তমান প্রজন্ম নাও জানতে পারে যে চিনা সামরিক বাহিনী ১৯৮৯ সালের জুনে গণতন্ত্রপন্থী বিক্ষোভকারীদের ট্যাঙ্ক - এ পিষে মেরে দিয়েছিল। কয়েক হাজার যুবককে ঘিরে ধরে হত্যা করা হয়েছিল। চিনে নিযুক্ত তৎকালীন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত অ্যালান ডোনাল্ড জনসমক্ষে দাবি করেছিলেন যে এই সামরিক অভিযানে ১০ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়ে ছিল। বর্তমানে যে চিন গোটা বিশ্বকে করোনা ভাইরাসের জালে আটকে রেখেছে। সেই দেশের বামপন্থী সরকার এই গণহত্যা নিয়ে কোন আলোচনা করার অনুমতি পর্যন্ত দেয়নি. এখন চিনের অন্ধকার দিক গোটা বিশ্বের সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

ট্রাম্প বলার আগেই গোটা বিশ্ব বলতে শুরু করেছিল যে চিন বিশ্বকে করোনার ভাইরাস দিয়েছে। তবে এখনও পরিষ্কার নয় যে করোনার মাধ্যমে চিন কেন বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেল? করোনার ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আগে পুরো বিশ্বে তো নিজের আধিপত্য প্রায় প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল চিন। গোটা আফ্রিকাজুড়ে চিন এত বেশি বিনিয়োগ করেছে যে সেখানকার বহু দেশ তার দাসে পরিণত হয়েছে। ভারতের উৎপাদন শিল্পের বেশিরভাগ কাঁচামাল চিন দেশ থেকে আসে। আমাদের বেশিরভাগ উতাদনকারী ইউনিট চিন থেকে কাঁচামাল কিনছে এবং তাদের ব্র্যান্ডিংয়ের সাথে এখানে বিক্রি করছে। আমাদের শিল্পপতিরা এক কথায় চিনের কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে।

সতর্ক করেছিলন জর্জ ফার্নান্ডেজ

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সম্পর্কে যখন কেউ ভাবতও না, তখন সমাজবাদী নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজ বলতেন যে আমাদের প্রথম শত্রু চিন। এমন কোন জিনিস নেই যা আমরা চিন থেকে আমদানি করি না। বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। ভারতকে এখন চাইনিজ পণ্যের প্রলোভন এড়াতে হবে। মনে রাখবেন পাকিস্তানকে এগিয়ে রেখে ভারতকে দুর্বল করার কোনও সুযোগ ছাড়বে না চিন। হাফিজ সইদের মতো সন্ত্রাসবাদীকে রাষ্ট্রসংঘ যখন সন্ত্রাসবাদীদের তালিকায় রাখার কথা বলে তখন ক্রমাগত চিন বাধা দিয়ে যায়।

আমাদের জমি জবর দখল করেছে চিন

করোনার বাইরে গিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে ভারতের সঙ্গে চিনের সম্পর্ক সবসময়ই শত্রুর মতই ছিল। ১৯৬২ সালের যুদ্ধের সময় ৩৭২৪৪ বর্গকিলোমিটার জমি দখল করেছিল চিন। সেই জমি দখল এখনও তারা ছাড়েনি। সেই যুদ্ধের ৫৮ বছর পরেও ভারতের আকসাইচিন নিজের দখলে রেখেছে চিন। এখন সারা বিশ্বের মতো ভারতও চিনের করোনার জালে আটকে পড়েছে। ভারতেও রোগীদের সংখ্যা বাড়ছে। তবে চিন কারও আপন নয়। করোনার জেরে পাকিস্তানও ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। সেখানেও করোনার ভাইরাসের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। চিন এখন আর তার সঙ্গে নেই। অন্যথায়, যে কোনও সংকটকালে চিনের কাছে হাত পাতে ও ছুটে যায় পাকিস্তানি শাসকরা।এখন পাকিস্তানেরও চোখ খোলা উচিত। যাই হোক, সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা করোনার ভাইরাস নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন প্রস্তুত করার জন্য দিনরাত চেষ্টা করছেন।

করোনা যখন ভারতে কড়া নাড়ালে আমরা তখন প্রস্তুত ছিলাম না।আমাদের কাছে মাস্ক, পিপিই কিট, পরীক্ষা করার সুবিধা, ভেন্টিলেটর কোনওটাই ছিল না। মোদী জির শক্তিশালী নেতৃত্ব এবং সংকল্পের জেরে আজ আমরা প্রায় সবকিছুতে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপশি, অন্যান্য দেশকেও রফতানি করতে পারছি।

সুতরাং, আশা করা যায় যে শিগগিরই ভারতে করোনার ভাইরাস নির্মূল করতে পারবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা করোনার ভ্যাকসিনের বাণিজ্যিক উৎপাদন চালু করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে খবর রয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাকসিনের পরীক্ষাগুলি তাদের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে জুনের মধ্যে ভ্যাকসিন আসবে।একবার করোনার উপর বিজয়ী হওয়ার পর, গোটা বিশ্বের উচিত চিন কে উচিত শিক্ষা দেওয়া। তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। শাস্তির অর্থ যুদ্ধ নয়। তবে বিশ্ব সম্প্রদায় উচিত তাদের সঙ্গে সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া। তবেই চিন বুঝতে পারবে সে পৃথিবীকে কতটা কষ্ট দিয়েছিল। শুধু এটিই নয়, কোনও দেশ যদি চিনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, বিশ্বের উচিত তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। সারা বিশ্বের উচিত চিনকে বয়কট করা। এটাই স্থায়ী সমাধান।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সংসদ)

রাগ নয় দুঃখ হচ্ছে, রাজ্যপালকে পাল্টা ১৩পাতার চিঠি দিয়ে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২মে (হি. স.): পত্র যুদ্ধ অব্যাহত প্রশাসনিক প্রধান ও সাংবিধানিক প্রধানের মধ্যে। রাজ্যপালের দেওয়া জোড়া চিঠির কড়া জবাব দিলেন শনিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যপালকে ১৩ পাতার পালটা চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।আগের চিঠিতে রাজ্যপাল যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা দেশের সংবিধানে নজিরবিহীন। চিঠিতে উল্লেখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'রাগ নয়, দুঃখ হচ্ছে', লিখলেন তিনি। ওই চিঠিতে রাজ্যপাল যে ভাষা তার পূর্ব দুটি চিঠিতে প্রয়োগ করেছেন তা কার্যত নজিরবিহীন অপমানজনক বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে এক চিঠিতে কুড়িটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে রাজ্যপাল একটি ১৪ পাতার ও একটি ৭ পাতার চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। সেখানে রাজ্যপাল উল্লেখ করেছিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনার কাজ হল সংবিধান সম্মত পথে চলা, আর আমার কাজ হল সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখা। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালের প্রতি আপনার কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে তার অবমাননা করেছেন আপনি। এ রাজ্যের মানুষ যাঁকে সম্মানের সঙ্গে 'দিদি' বলে ডাকেন, তাঁর কাছ থেকে এই সংকটের সময় তাঁদের এটাই প্রাপ্য। চিকিৎসকদের আটটি সংগঠন পরামর্শ দিয়েছেন, বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিচ্ছেন, সে কথা শোনা হচ্ছে না। আপনি যেভাবে সব ঢাকা চাপা দিতে চাইছেন, তার পরিণতি খুবই যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে।এমনকি আইসোলেশন ওয়ার্ডে মোবাইল ফোন বন্ধ করা হয়েছে। অথচ করোনা সংকটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে যত ছবি উঠে আসবে ততই ভাল। তাই রাজ্যের মানুষের কথা ভেবে আপনার রাজনৈতিক অ্যান্টেনা নামিয়ে রাখুন, সংঘাতের পথ ছেড়ে কাজ করুন'। মুখ্যমন্ত্রী নাটক করছেন বলেও কটাক্ষ করেছিলেন রাজ্যপাল।

ওই জোড়া চিঠির পরিবর্তে এদিন কড়া জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'একজন সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে রাজ্যপালের তরফের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীকে যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে তা অপমানজনক ও নজিরবিহীন। স্বাধীন ভারতের কোন রাজ্যপাল এইরকম ভাষায় কথা বলতে পারেন না।' মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে আরো উল্লেখ করেছেন, 'আমার মন্ত্রিসভা বা আধিকারিকদের রাজ্যপাল অপমান করতে পারেন না'।

কোভিড-১৯ ও জলসংরক্ষণ

নন্দগোপাল পাত্র

অদৃশ্য শত্রু, দৃশ্যমান আতঙ্ক। শত্রু কে? উত্তর অধিকাংশ মানুষের কাছে আজ জানা। নভেল করোনা ভাইরাস। এর সংস্পর্শে মানুষের দেহে যে ছোঁয়াচে রোগ সৃষ্টি হয়, সেই রোগের নাম কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস ডিসিজ। কোভিড-১৯ রোগত্রাক্তের সংখ্যা সারা পৃথিবীতে প্রায় ৩১ লক্ষ। মৃত্যু হয়েছে ২ লক্ষ ১০ হাজার জনের। পৃথিবীর ২১০ টি দেশ ও অঞ্চল করোনায় আক্রান্ত। ১১২টি দেশ তাদের আন্তর্জাতিক সীমানা সিল করে দিয়েছে। এক এক করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও শক্তিধর দেশগুলো সামাজিক ও মানসিকভাবে ভাঙতে শুরু করছে। গোটা বিশ্ব ভয়ে কাঁটা। ইতালির প্রধানমন্ত্রীর অসহায় ভাষণ, কানাডার প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর অসুস্থতার ভিডিও, ইরানের মৃত্যুমিছিল আমাদের চোখে জল আনছে। দিন দিন কপালের ভাঁজ চওড়া হচ্ছে বিশ্ববাসীর। ভারতে শুধু এক ভাইরাসের তাণ্ডবে যে ১৩০ কোটি লোককে ঘরবন্দি হয়ে থাকতে হবে তা কেই বা আর ভাবতে পেরেছিল। জনজীবন চরম বিপর্যস্ত। বর্তমানে অগণিথ মানুষ হোম-কোয়ারেন্টাইন ও আইসোলেশনে রয়েছেন। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় স্যোশাল আইসোলেশন, অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বাড়িয়ে দেওয়ার অপরিসীম গুরুত্ব। এই দূরত্ব ততদিন বজায় রাখতে হবে, যতিদিন না অবধি পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে, টীকার বা চিকিৎসার সাহায্যে, বা অন্যান্য কোন প্রাকৃতিক কারণে ভাইরাসের কার্যক্ষমতা কমে গেলে।

স্যোশাল আইসোলেশান ছাড়া করোনা ভাইরাস প্রতিহত করার একমাত্র উপায় হাত সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পরপর সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুতে হবে। হাতের তালু, আঙ্গুল ও কব্জি পর্যন্ত ভাল করে সাবান দিয়ে ঘষে ধুতে হবে ('হু')-এর গাইডলাইন অন্তত কুড়ি সেকেন্ড ধরে)। হাতে ময়লা দেখা না গেলেও বারবার হাত ধুতে হবে। সাবান-জল হাত ধুলে হাতের তালুর ওফর স্তরে থাকা ভাইরাস কণাগুলো রাসায়নিতক বিক্রিয়ায় ভেঙে যায়। এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তা আর সংক্রমক থাকে না। একারণে বিশেষজ্ঞগণ ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে বারবার সাবান-জলে হাত পরিষ্কার করার কথা বলছেন। প্রসঙ্গত হাঙ্গেরির চিকিৎসক উগনাজ সেমেলউয়িজ (১৮১৮-১৮৬৫) উনবিশং শতকের মাঝামাঝি জীবাণু সংক্রমণ রোধে, সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কথা প্রথম বলেন। ১৮৭০ থেকে চিকিৎসকরা এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

সাবান ও জল দিয়ে হাত ধোয়া বিষয়ক 'ফ্যাক্ট সিট' ইউনিসেফ প্রকাশ করেছে গত ১৩ মার্চ এবং ২৫ মার্চ ইউনিসেফের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হেনরিয়েটা ফোর এই বিষয়ে এক বিবৃতি দিয়েছেন। যা বর্তমান পরিস্থিতিতে যথেষ্ট উদ্বেগের। 'ফ্যাক্ট সিট' থেকে জানা যাচ্ছে বিশ্বের প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে দু'জনের সাবান ও জল দিয়ে হাত ধোয়ার কোনও ব্যবস্থাই নেই। সংখ্যার নিরিখে দাঁড়াচ্ছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ বা ৩০০ কোটি মানুষের কাছে সাবান জল দিয়ে হাত ধোয়া রীতিমতো বিলাসিতা। আবার কুড়ি শতাংশ শহুরে ভারতীয় বা ৯ কোটি ১০ লক্ষ মানুষের বাড়িতে ন্যূনতম হাত ধোয়ার ব্যবস্থা নেই। এমনকি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এক তৃতীয়াংশ স্কুলে হাত ধোয়ার কোনও পরিকাঠামোই নেই। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকানোর অন্যতম অস্ত্র সাবান ও জলের সার্বিক চিত্র সত্যিই আশঙ্কাজনক।

সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার মোট সময় যদি সব মিলিয়ে ৩০-৪০ সেকেন্ড ধরা হয় তাহলে মাথাপিছু প্রায় চার লিটার জল খরচ হবে। আর যদি হাত সাবান দিয়ে ঘষার সময় সময় জলের ট্যাপ বন্দ রাখা হয়, তবে দু লিটারজল খরচ হবে। একজন দিনে যদি কমপক্ষে দশ বার হাত ধোয়া হাতলে ২০ থেকে ৪০ লিটার জলের প্রয়োজন হবে। পাঁচজনের একটি পরিবার ধরলে ওই জলের পরিমাণ দাঁড়াবে ১০০ থেকে ২০০ লিটার। খেয়াল রাখতে এই হিসেব শুধুমাত্র হাত ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত জলের। এর জন্য জলের চাহিদা বাড়বে ২০-২৫ শতাংশ। দিল্লির এক অসরকারি সংস্তা 'ডাইন টু আর্থ' যে হিসেবে দিয়েছে তা গত বছরের জল সংকটের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাদের হিসেব অনুযায়ী পাঁচজনের একটি পরিবার ধরে মাসে মোট ৬৯৭৫ লিটার (২০ সেকেন্ডে ৩১০০ লিটারস সাবান দিয়ে হাত যখন ঘষা হয় তখন নষ্ট হয় ৪৬৫০ লিটার) জলের প্রয়োজন শুধুমাত্র হাত ধোয়ার জন্য। যেখানে ভারতের কোটি জনসংখ্যার ১৬০ মিলিয়ন একনও পরিশ্রুত জল পায় না।

বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বাড়তি জল জোগাতে হলে এই বুগর্ভস্থ জলের ভাঁড়ারে হাত পড়বে। এই পিরিস্থিতি আরও জটিল হবে করোনা মুক্তির পরে। সমীক্ষায় জানা গেছে বিশ্বের গ্রামীণ এলাকায় ১০ জনের মধ্যে ৮ জন পানীয় জলের সমস্যায় ভোগে। দেশজুড়ে পানীয় জলের সহক যে কতটা তীব্র হতে পারে তা মিডিয়ার কল্যাণে গত বছরের স্মৃতি আজও অনেকের কাছে টাটকা। এই রকম পরিস্থিতিতে আমরা যদি জলের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন না হই তা হলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। 'কোভিড-১৯' দিয়ে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, জলসংরক্ষণ নিয়েও ততটাই জোর দিতে হবে ব্যক্তি রাষ্ট্র সকলকেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রোগ এক, প্রশ্ন অনেক

ড. স্বয়ংদীপ্ত বাগ

করোনা অপ্রত্যাশিত অভিঘাতে যেন থমকে গেছে দুনিয়া..... নৈশব্দের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব জুড়ে... হতচকিত মানব সভ্যতা ব্যস্ত ধাক্কাটা সামলে নিতে....। সেই সঙ্গে হাতছাচ্ছে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে যা জানার বিশেষ প্রয়োজন। যেমন, কোথা থেকে এলো এর ভাইরাস? যতটুকু জানা যাচ্ছে বাদুড় থেকে অন্য কোনো প্রাণী মারফত নাকি মানুষের দেহে এসেছে এই ভাইরাস। তবে মাঝের এই প্রাণীটি কী? সেটা কী এখনো সংক্রমণ ছড়াচ্ছে? জানা যাচ্ছে না ঠিকমতো, আবার চিনের উহানের একটি বন্যপ্রাণীর বাজার থেকে নাকি প্রথম আক্রান্তের সন্ধান মিলেছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে বিস্তর লেখালেখিও হয়েছিল করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি বিষয়ে। উহানের 'চায়না ইউনিভার্সিটি অফ জিওসায়েন্সস' ও সাংহাইয়ের 'ফুদান ইউনিভার্সিটি' এই বিষয়ে গবেষণা মূলক প্রতিবেদন ও প্রকাশ করেছিল। কিন্তু বিষয়টি বত৩মানে 'স্পর্শকাতর' হওয়াতে ও আরও গবেষণার স্বার্থে, গবেষণাপত্রগুলি নাকি সাইটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ ভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে যতটুকু বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা যাচ্ছিল তাও একরকম বন্ধ হয়ে গেলো। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এই ভাইরাস মানক 'জৈব মারণাস্ত্র' যা গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে । কিন্তু এর সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনো মেলেনি।

এরপর যে প্রশ্নটি সামনে আসে সেটি হলো কোন জাদুতে মাত্র কয়ে মাসের ভেতর বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো এই ভাইরাস? ঠান্ডা বা গরম দেশ... উত্তত বা অনুন্নত দেশ... কোনো কিছুই সেবাবে কোনো 'ফ্যাক্টর' হলো না? সার্স বা মার্স ও কিন্তু এই স্কেলে ও গতিতে ছড়াতে পারেনি। আবার করোনার আগমন কাল নিয়েও ধোঁয়াশা। শোনা যাচ্ছে, নিউমোনিয়ার মতো কিছু উপসর্গ নিয়ে নাকি ডিসেম্বরের আগেই চিনে বেশ কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল। ইতিালিতে আনুষ্ঠানিক সংক্রমণের কয়েক সপ্তাহ আগেও নাকি করোনোর মতো উপসর্গ দেখা দেয় কিছু মানুষের মধ্যে। অন্তত, এমনটাই জানাচ্ছে, দ্য গার্ডিয়ান। আসলে এটা হয়তো ঠিক, করোনার ব্যাপক সংক্রমণের আগে পর্যন্ত বোদয় আলাদা করে ঠিক বোঝা যায়নি বিষয়টা। বিতর্ক এখনো চলছে। যাই হোক, এই মুহূর্তে আরও একটা বড় প্রশ্ন, পৃথিবীতে করোনায় আক্রন্ত টিক কতজন? মজার বিষয় কেউই তা নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারবে না। কারণ, করোনারকম উপসর্গ ছাড়াও (অ্যাসিম্পটোমেটিক) কত মানুষ করোনার ভাইরাস বহন করচে তা বলা কার্যত অসম্ভব। একই কারণে মাপা যাচ্ছে না রোগটা মানুষের পক্ষে সত্যি সত্যি টিক কতখানি মারাত্মক সেই বিষয়টা । তবে কোথাও কোথাও শিশু ও তরুণ বয়স্করা এই রোগের কামড় থেকে নাকি কিছুটা হলেও ছাড় পাচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও এর পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণগুলো ঠিক কী বা রোগ সংক্রমণের গতি প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত একই রকম থাকবে কিনা সংক্রমণ ফিরে ফিরে আসবে কিনা, আসলে কি রূপে আসবে সেটাওঁও এই মুহূর্তে বলা মুশকিল।

খুব মুশকিল, প্রাথমিক পর্যায়ে করোনা সংক্রমণকে চিহ্নিত করাও। সাধারণ সর্দি, কাশির থেকে নতুন করোন ভাইরাসের সংক্রমণকে প্রথমেই আলাদা করে বুঝতে গেলে যে গণ সচেতনতা ও অভিজ্ঞাতার প্রয়োজন সেটা কী এখন পর্যন্ত পরিমাণে রয়েছে না থাকা সম্ভব? ভাইরাসের 'বয়স'টা যে বড্ডাই কম। এর মধ্যে আবার অনেকেই ভাবছেন, গরম আরও পড়লে নাকি এই ভাইরাস বেশ জব্দ হয়ে যাবে। কমে যেতে পারে সংক্রমণ। ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে এই সম্ভাবনা যথেষ্ট আশঅ ব্যঞ্জক। যদিও এখনো এর সপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট জোরালো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মেলেনি। উল্টো দিক থেকে গরম এই ভাইরাসের দাপট কমেও, তবে শীতে কিন্তু নিশ্চয়ই আবার এর বাড়ার সম্ভাবনা থাকবে। এটাও কী খুব একটা স্বস্তির খবর? এমনিতেই তো যারা অন্য কোনো অসুখে ভুগছেন তাদের কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে করোনা বেশ জটিল রূপ নিচ্ছে। শীতে হাঁপানি সহ বেশ কিছু রোগেরও সাধারণভাবে কিন্তু বৃদ্ধি হয়। সুতরাং প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কার্যকর করার দিকে নজর দিতেই হবে। তবে শুধু প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে করোনার সংক্রমণ ঠেকানো যাবে কী ? বিশেষজ্ঞদের মতো সংক্রমণ সেভাবে রোখা না গেলেও শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে রোগের বাড়াবাড়িকে অনেকটাই প্রতিহত করা সম্ভব। কিন্তু সংশয় যেন পদে পদে। অর্থাৎ যারা কিনা ইতিমধ্যেই একবার করোনা সংক্রমিত হয়েছে তারা কী পরবর্তীকালে আবারও সংক্রমিত হতে পারে? কেন হতে পারে তাদের রোগ সংক্রমণের প্রকৃতি এবং পরবর্তী জীবনধারা? এ বিষয়ে খুব স্পষ্ট উত্তর কিন্তু এখানো বিজ্ঞানীদের কাছে নেই। শোনা যাচ্ছে চিনে বেশ কিছু মানুষ নাকি দ্বিতীয়বার করোনায় সংক্রমিত হয়েছে।

আসলে মানুষের শরীরে কোনো ভাইরাস সংক্রমণ হলে তা তেকে শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্ম নেয়। কিন্তু তাহলে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে কী সে রকমটি হচ্ছে না? তাই যদি হয় তাহলে তো এই ভাইরাসকে কীভাবে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব তা নিয়ে নানা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

পরিস্থিতিটা ক্রমশ জটিল হচ্ছে আরও এই কারণে যে কোভিড-১৯ নিরাময়ে এখনো পর্যন্ত না আছে কোনো নির্দিষ্ট ওষুধ না আকে কোনো প্রতিরোধক টিকা। সবকিছুই এখন পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে, যদিও সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ভরসা দিয়েছেন যে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই নাকি কোভিড-১৯ এর টিকা এসে যাবে। বাস্তবে তা হলে নিঃসন্দেহে করোনা মোকবিলায় এক ধাপ এগোবে পৃথিবী। কিন্তু সেক্ষেত্রেও একটা বড়ো প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, ভাইরাসটা কী ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হবে? দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সেরকম কিছু ঘটে তাহলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বা টিকা কোনো কিছু দিয়েই কী তাকে আর প্রতিরোধ করা যাবে? একটা বিষয় কিন্তু বেশ পরিষ্কার, ঠিক কিভাবে সংক্রমণটা ছড়ায় বা কি করে নিজেদেরকে সংক্রমণ থেকে বাঁচানো যায় সে বিষয়েও বোধ হয় এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি আছে, আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে সত্যি এ এক বিশাল চ্যালেঞ্জ এক দীর্ঘ মেয়াদী লড়াই। তবে না, আর এই সব সম্ভাবনাহগুলিকে নিয়ে আলোচনা না করে বরং দ্রুত চোখ বুলেই করোনা সংকটজাত কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতক প্রশ্নের দিকে আজ বা কাল যা উঠবেই। হঠাৎ করে আসা 'সোস্যাল ডিসট্যান্সিং' এর এই যুগে কেমন হবে আগামী দিনের ক্লাস টিচিং, ফিল্ড স্টাডি, পাবলিক পরীক্ষা ইত্যাদি? কেমন হবে সেই পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি? বিয়ে সহ অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি কেমন রূপ নেবে? গণ পরিবহণ মাধ্যমে দৈনিক যতায়াত পর্যটন বা

ছয়ের পাতায়

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইয়ের নৃশংস খুনের সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র প্রাক্তন বিধায়কের

হাফলং (অসম), ২ মে (হি.স.) : ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইয়ের নৃশংস খুনের সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের উদ্দেশ্যে শনিবার এক পত্র প্রেরণ করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পাঠানো পত্রে সমরজিৎ হাফলংবার সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণ ও হত্যার পিছনে পুলিশ জড়িত রয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সমরজিৎ হাফলংবার তাঁর পত্রে উল্লেখ করেন, কোভিড-১৯-এর জন্য সমগ্র দেশে লকডাউন চলছে। ঠিক সে সময় পুলিশের কড়া প্রহরার মধ্যে ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় হারাঙ্গাজাও থানার অন্তর্গত গামাডি হাওরের বাড়ি থেকে ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পর সাতদিনের মাথায় কালাচান্দ ও লাংটিঙের মধ্যবর্তী মুপা ফরেস্ট রিজার্ভের মহাসড়কের পাশে লাইলিং গ্রামের কাছে মাটির নীচে পুতে রাখা অবস্থায় সন্তোষ হোজাইর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সমরজিৎ হাফলংবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে প্রেরিত পত্রে আরও উল্লেখ করেন, সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণের পর তাঁর স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই ২৫ এপ্রিল হারাঙ্গাজাও থানায় অপহরণ সংক্রান্ত এজাহার দাখিল করার পর হারাঙ্গাজাও পুলিশ ০৩/২০২০ নম্বরে এক মামলা দায়ের করার পরও পুলিশ একে তেমন গুরুত্ব দেয়নি।

গুরুতর অভিযোগ সংবলিত পত্রে প্রাক্তন বিধায়ক উল্লেখ করেন, ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নৃশংস ভাবে খুন করে তাঁকে জ্বালানোর চেষ্টা করা হয়। তার পর অর্ধদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে মাটিতে পুতে রেখে দেয় দুষ্কৃতীরা। এমন-কি ময়না তদন্তের রিপোর্ট অনুসারে সন্তোষ হোজাইকে খুন করার আগে তাঁর ওপর অমানবিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। সমগ্র শরীরে ছিল আঘাতের চিহ্ন। তাঁর পায়ের আঙুল সহ পায়ের নখ উপড়ে ফেলে অতি নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে বলে চিঠিতে লিখেছেন হাপলংবার।

চিঠিতে সমরজিত আরও লিখেছেন, সন্তোষ হোজাই-ই তাঁর পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। সন্তোষকে নৃশংস খুনের পর তাঁর স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই দুটি মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে এখন অসহায় হয়ে পড়েছেন।

তাই অবিলম্বে সন্তোষ হোজাইয়ের পরিবারকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করার পাশাপাশি এই নৃশংস খুনের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রাক্তন বিধায়ক সমরজিৎ হাফলংবার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়ালের কাছে পত্র মারফত আর্জি জানিয়েছেন।

এদিকে সন্তোষ হোজাইয়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ডিমা হাসাও জেলা বিজেপিও। এক বিবৃতিতে জেলা বিজেপি সভাপতি ধনপাইনন থাওসেন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণ ও খুনের সঙ্গে জড়িত দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন থাওসেন।

সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও খুনের সিবিআই তদন্ত দাবি ডিমা হাসাওয়ের বিভিন্ন দল সংগঠনের

হাফলং (অসম), ২ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাওয়ের প্রথিমসারির উগ্রপন্থী সংগঠন, ভেঙে দেওয়া ডিমা হালাম দাউগা (ডিএইচডি)-র প্রাক্তন শীর্ষ নেতা তথা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ, পরবর্তীতে নৃশংসভাবে খুন করে মাটির নীচে মৃতদেহ পুঁতে রাখার ঘটনায় রাজ্যের অন্যতম পাহাড়ি জেলায় নতুন করে আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গত ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় হারাঙ্গাজাও থানার অন্তর্গত গামাডিহাওর গ্রামের বাড়ি থেকে পাঁচ সদস্যের দুষ্কৃতকারীর এক দল সাদা রঙের বলেরো গাড়িতে করে ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকে সন্ধানহীন ছিলেন সন্তোষ হোজাই। সন্তোষ হোজাইকে অপহরণের একদিন পর ২৫ এপ্রিল তাঁর স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই হারাঙ্গাজাও থানায় এজাহার দাখিল করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওসি অংশু রাজকুমার এজাহার জমা নিতে চাননি। পরবর্তীতে এজাহার জমা নিলেও এই অপহরণ কাণ্ড নিয়ে রহস্য ক্রমশ দানা বাঁধছিল। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) বিকেলে সাত দিনের মাথায় লাংটিং এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের মুপা রিজার্ভ ফরেস্টের কাছে লেইরিঙেরয়ের জঙ্গলে মাটির নীচে পুঁতে রাখা অবস্থায় সন্তোষ হোজাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। এ ঘটনায় ডিমা হাসাও জেলার তৎকালীন বিভীষিকাময় দিনগুলিকে যেন আবার তাজা করে দিয়েছে।

কে বা কারা সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নৃশংসভাবে খুন করেছে, সমগ্র ঘটনাটি আজও রহস্যাবৃত। ঘটনা সম্পর্কে ডিমা হাসাও পুলিশও এখনও অন্ধকারে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সন্তোষ হোজাইয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর সমগ্র জেলা জুড়ে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন দল সংগঠন এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে। ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন থেকে শুরু করে অল ডিমাসা স্টুডেন্টসইউনিয়ন, ডিমাসা সর্বোচ্চ সংগঠন জাদিখে নাইশ হসম ডিমাসা, মাদার অ্যাসোসিয়েশন ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

ডিমাসা মাদার অ্যাসোসিয়েশনের সভানেত্রী অ্যাগনেস গারলোসা, ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রমিত সেংইয়ং এবং অল ডিমাসা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক উত্তম লাংথাসা এই ঘটনায় জেলা প্রশাসনের ব্যর্থতাকে দায়ী করে সমগ্র ঘটনার পিছনে পুলিশের ভূমিকা সন্দেহজনক বলে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁরা অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত সাজা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে উত্তম লাংথাসা বলেন, ইতিমধ্যে ঘটনা নিয়ে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে এক মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানি গ্রহণ করা হবে। শুক্রবার ডিমা হাসাও জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে দক্ষিণ অসম প্রান্তের ডিআইজি দিলীপ কুমার দে হাফলং এসেছেন।

এদিকে ভেঙে দেওয়া ডিমা হালম দাওগা (ডিএইচডি)-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা হালালি প্রোগ্রেসিভ সোসাইটির সভাপতি দিলীপ নুনিসাও এই ঘটনার জন্য ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসন ও পুলিশের দুর্বল ভূমিকাকে দায়ী করেছেন। দিলীপ নুনিসা বলেন, কোভিড-১৯ নোভেল করোনা সংক্রমণের ভয়াবহতা রুখতে সমগ্র দেশ জুড়ে লকডাউন চলছে। এমতাবস্থায় লকডাউন চলাকালীন ডিমা হাসাও জেলার সর্বত্র পুলিশের কড়া প্রহরা থাকার পরও সন্তোষ হোজাইকে তাঁর বাড়ি থেকে পাঁচজনের এক দুষ্কৃতীর দল বন্দুকের নলের মুখে নম্বর বিহীন সাদা বলেরো গাড়িতে করে কী করে তুলে নিয়ে যেতে পারে? কেবল তুলে যাওয়ায়ই নয়, হারাঙ্গাজাও থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে খুন করে মুপা রিজার্ভ ফরেস্টের কাছে মাটির নীচে পুঁতে রাখার ঘটনায় ডিমা হাসাওয়ের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে কতটুকু অবনতি ঘটেছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন দিলীপ নুনিসা। বলেন, এই ন্যাক্কারজনক ঘটনা ডিমা হাসাও জেলার ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হয়ে থাকবে।

নুনিসা বলেন, ২৪ এপ্রিল সন্তোষ হোজাইকে অপহরণের পর পুলিশ যদি ঘটনাকে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে নম্বর বিহীন বলেরোকে আটক করে পদক্ষেপ গ্রহন করত তা হলে তাঁর প্রাণ হয়ত বেঁচে যেত। দিলীপের দাবি, নম্বর বিহীন সাদা রঙের বলেরো গাড়িটি এখন হাফলঙে রয়েছে। অথচ রহস্যজনকভাবে পুলিশ এখনও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না।

ছয়ের পাতায়

রাজ্যের রেশন দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ২ মে (হি. স.): রাজ্যের রেশন দুর্নীতি নিয়ে সরব হলেন বহরমপুরের সাংসদ অধীর চৌধুরী। এবিষয়ে তিনি খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আক্রমণ করেন। অধীর বলেন, রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর দফতরের দুর্নীতি সবাই জানেন, মুখ্যমন্ত্রীও জানেন। খাদ্যমন্ত্রী সবেতেই টেন পার্সেন্ট কাটমানি খান।

এদিন তিনি প্রশ্ন তোলেন, "বাংলার মানুষ কেন খাদ্য পাচ্ছে না? সেই প্রশ্ন তুলেছি। গত ৪০ দিন ধরে এই প্রতিবাদ করছি। রেশনের নিয়ে দুর্নীতি চলছে। কেন্দ্র স্বর্ণ চাল পাঠিয়েছে। কিন্তু মাঝ রাস্তায় চাল পাল্টাপাল্টি হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দফতর খাদ্য দফতর। তিনি আরও বলেন, আপনার দফতরের অক্ষমতা আপনি স্বীকার করুন। রেশন দোকান আপনার বাবার নয়। কংগ্রেসকে দোষ না দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী নিজের চুরি করা সামলান। ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে চুরি আটকান। সরকারি দলের চাল চুরি করার অধিকার আছে আর বিরোধী দলের সাধারণ মানুষের হয়ে প্রতিবাদ করার অধিকার নেই?

উল্লেখ্য, কম রেশন দেওয়ার অভিযোগে শনিবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় মুর্শিদাবাদের সালার। এদিন সকালে রেশন ডিলারের বাড়িতে হামলা চালায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। তাঁর বাড়ির সামনে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। রেশন নিয়ে অশান্তির এই ঘটনায় খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক সরাসরি বিরোধী বিজেপি, কংগ্রেসের দিকেই আঙুল তুলেছেন। তিনি বলেন, "রেশন দোকানের বাইরে একটা চার্ট দেওয়া আছে। সালারে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে প্ল্যানড বিক্ষোভ হয়ছে। দুটি রাজনৈতিক দল, বিজেপি ও কংগ্রেস, এই নোংরা রাজনীতি করল। মানুষের খাবার নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে তারা। দুজন ডিলারকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু সালারে যে ঘটনা ঘটেছে তা রাজনীতি। সালারে উসকানি দেওয়া হয়েছে।"

স্বগৃহে আসতে পারবেন বহিঃরাজ্যে আটক অসমের মানুষ, জারি হেল্পলাইন

গুয়াহাটি, ২ মে (হি.স.) : পর্যায়ক্রমে অসমে ফিরে আসতে পারবেন বহিঃরাজ্যে আটকে পড়া রাজ্যের মানুষ। এর জন্য জারি করা হয়েছে এক হেল্পলাইন নম্বর। শনিবার গুয়াহাটিতে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশনের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই কথা জানিয়েছেন।

মন্ত্রী জানান, বহিঃরাজ্যে আটকদের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাঁরা আসতে চান তাঁদের জন্য ৭৪২৮১৫৯৯৬৬ নম্বরের একটি হেল্পলাইন খোলা হয়েছে। এই নম্বরে একবার মিসকল দিতে হবে সংশ্লিষ্টদের। মিসকল দেওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একটি লিংক পাবেন। ওই লিংকের মাধ্যমে তাঁকে তাঁর ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে হবে। কোথায় আছেন, কেন ওই রাজ্যে গিয়েছিলেন, অসমের কোন জেলায় কোন থানার অন্তর্গত কোন এলাকার বাসিন্দা তিনি ইত্যাদি জানাতে হবে আবেদনকারীকে, জানান মন্ত্রী ড় শর্মা। তবে অসম কেয়ার-এর অধীনে আগে যাঁরা মিসকল দিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করেছেন, তাঁদের আবার নতুন করে মিসডকল দিতে হবে না বলেও স্পষ্ট করেছেন তিনি।স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব জানান, দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যে আটক অসমের নাগরিকদের বাসে করে আনার ব্যবস্থাও হবে। এ রকম প্রায় দু লক্ষ নাগরিক রয়েছেন ওই সব রাজ্যে। এছাড়া ব্যক্তিগত গাড়িতেও বহিঃরাজ্য থেকে আসতে অনুমতি দেওয়া হবে। তবে ব্যক্তিগত গাড়িতে আসতে চাইলে সংশ্লিষ্টদের [illegible] ই-মেইলে তাঁদের বিস্তারিত তথ্য পাঠাতে হবে। নিজস্ব গাড়িতে যাঁরা আসবেন সরকার তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেবে বলেও জানান মন্ত্রী।

বহিঃরাজ্য থেকে সড়কপথে আগতদের শ্রীরামপুর এবং বক্সিরহাটে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে বলে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, অসমে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বেশ কিছু টেস্টিং করা হবে।

জানান, তবে যদি কেউ আসতে না চান তা হলে আসার দরকার নেই। কেননা, এখন গ্রিন জোন এলাকায় হোটেল-রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি খুলবে। সেখানে আগে থেকে যাঁরা কর্মরত ছিলেন তাঁরা আবার কাজ করতে পারবেন। বলেন, বহিঃরাজ্যে অবস্থানরত প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ এক সঙ্গে অসমে ফিরে আসলে তাঁদের কোয়ারেন্টাইন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিধায়ক আশীষ সাহা দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

অসমের দক্ষিণ শালমারায় বিপুল পরিমাণে নেশার সামগ্রী সমেত পুলিশের জালে দুই

দক্ষিণ শালমারা, (অসম), ২ মে (হি.স.) : নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলায় শনিবার বৃহৎ পরিমাণের নেশা জাতীয় সামগ্রী সমেত পুলিশের জালে ধরা পড়েছে দুই পাচারকারী। ধৃতদের নাম যথাক্রমে জাহাঙ্গির হুসেন এবং অশ্রাফুল আলম।

গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে দক্ষিণ শালমারা থানা এলাকার টুমনি গ্রামে পুলিশ এক অভিযান চালায়। গ্রামে জনৈক জাহাঙ্গির হুসেনের বাড়ি থেকে পুলিশ বিপুল পরিমাণের নেশার ট্যাবলেট সমেত প্রচুর কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে। ধৃত দুই ড্রাগ কারবারির মধ্যে জাহাঙ্গিরের বাড়ি টুমনি গ্রামে এবং আশ্রাফুলের বাড়ি পাটাকাটা গ্রামে। পুলিশ দুজনকেই জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে। তাদের কাছ থেকে আরও তথ্য বের করে ধুবড়ি জেলার ফকিরগঞ্জ থানা এলাকার আইরকাটা গ্রাম থেকে আরও বিপুল পরিমাণের নেশার সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজই তাদের ধুবড়ির বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রের আদালতে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে তাদের ধুবড়ি জেলে পাঠিয়েছে আদালত।

শুক্রবার আন্তর্জাতিক মহান মে দিবসে সিপিএম সদর কার্যালয়ে শহীদরে প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

জুমকে টেক্কা দিতে বিনামূল্যে আসছে গুগল মিট

নিউইয়র্ক, ২ মে (হি. স.) : ভিডিও কলিং অ্যাপ 'জুম'-কে টেক্কা দিতে নিজেদের অ্যাপ 'গুগল মিট' বিনামূল্যে ব্যবহার করতে দেবে গুগল। এ জন্য বাড়তি কোনো ঝামেলাও করতে হবে না, গুগল অ্যাকাউন্ট কাজে লাগিয়েই ব্যবহার করা যাবে ভিডিও কলিং অ্যাপটি। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশে এ সুবিধা মিলবে।করোনা সংক্রমণ এড়াতে লকডাউনের কারণে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে হঠাৎ করেই বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে 'জুম'। ব্যবহারকারীও বেড়েছে কয়েক লাখ। বর্তমানে প্রায় ২০ কোটি ব্যক্তি নিয়মিত অ্যাপটি ব্যবহার করেন। আর তাই নিজেদের জনপ্রিয়তা ফিরে পেতে কিছুদিন আগে গুগল মিটের স্ক্রিনে একসঙ্গে ১৬ জনের চেহারা প্রদর্শনের পাশাপাশি 'লো লাইট মোড' চালু করে গুগল। বর্তমানে কেবল গুগলের জি স্যুট গ্রাহকরা প্রতি মাসে ছয় ডলারের বিনিময়ে ভিডিও কলিং অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারে। যদিও গুগলের আদর্শগত নীতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই এই অ্যাপ বিনামূল্যে পরিষেবা দিতে শুরু করেছে। ভারতেরও বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই অ্যাপের মাধ্যমে বাড়ি থেকে ক্লাস শুরু করে দিয়েছে।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধিতি অবলম্বন হচ্ছে না বলে শূকরের মৃত্যু হচ্ছে অসমে, মত যোরহাট কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের

যোরহাট (অসম), ২ মে (হি.স.) : মহামারি কোভিড-১৯ সৃষ্ট আতঙ্কময় পরিস্থিতির মধ্যে অসমে শূকরের শরীরে 'সোয়াইন ফ্লু' সমস্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যের কয়েকটি জেলায় অস্বাভাবিক হারে শূকরের মৃত্যু হয়েছে। এ সম্পর্কে যোরহাটের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ডাক্তাররা জানিয়েছেন, শূকর পালকরা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন না করার জন্যই সোয়াইন ফ্লু-এর মতো রোগে আক্রান্ত হয়ে এত শূকরের মৃত্যু হয়েছে।ইতিমধ্যেই ডাক্তাররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে শূকরদের টিকাকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নির্দিষ্ট কিছু নীতি নির্দেশিকা মতে শূকর পালনের জন্য যারা এই ব্যবসায় রয়েছেন তাদের মধ্যে সচেতননা বাড়ানোর কাজ করছেন। যোরহাটের এলেংমারা কলাবাড়ি অঞ্চলে এরই মধ্যে ১৩টি শূকরের মৃত্যু হয়েছে। যোরহাট কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। তবে শূকরগুলি সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়ে মরেছে কিনা তা এখনও নিশ্চিত করেনি কেন্দ্র।

ইতিমধ্যে রাজ্যের ছয় জেলা যথাক্রমে ধেমাজি, ডিব্রুগড়, শিবসাগর, লখিমপুর, বিশ্বনাথ এবং যোরহাটে সরকার শূকরের মাংস বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। খামারে পালিত শূকর বাজারে বিক্রি হচ্ছে না। ফলে বহু টাকার লোকসানের সম্মুখিন হয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে শূকর পালকদের। শূকর পালকরা আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। সরকার খুব শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা না করলে আরও গভীর সমস্যায় পড়বেন বলে শূকর পালকরা মনে করছেন।

প্রসঙ্গত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এখন পর্যন্ত প্রায় ২০০০ শূকরের অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। সরকারের তরফে বলা হচ্ছে শূকররা আফ্রিরান ফ্লু-তে আক্রান্ত হয়েছে। মৃত শূকরের নমুনা মধ্যপ্রদেশের ভোপালে পাঠানো হয়েছিল। রিপোর্ট এসেছে। তবে এই খবর লেখা পর্যন্ত রিপোর্টের তথ্য জানা যায়নি।

১৭ মে পর্যন্ত যাত্রীবাহী বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি. স.): সোমবার অর্থাৎ ৪ মে থেকে শুরু হতে চলেছে লকডাউনের তৃতীয় পর্যায়। এমনই নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।সেই অনুযায়ী সার্কুলার জারি করে আন্তর্জাতিক ও আন্ত:রাজ্য যাত্রীবাহী বিমানের পরিষেবার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে অসামরিক বিমান মহা নির্দেশনালয় ডিজিসিএ - র তরফ থেকে। দেশের প্রতিটি যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা সংস্থাকে সার্কুলার জারি করে ১৭ মে পর্যন্ত বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশিকা পর্যন্ত এই নিয়ম বলবৎ থাকবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২৫ মার্চ থেকে গোটা দেশে লকডাউন চলছে। ২৪ তারিখ থেকে বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর ৬৫০টি যাত্রীবাহী বিমান দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে আটকে রয়েছে। কিন্তু গোটা দেশজুড়ে যেভাবে পণ্যবাহী বিমান পরিষেবা দিয়ে আসছিল সেটা চলবে।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

মহামারীর মধ্যেই ভারতের বাজারে এল নতুন আইফোন

অনেক জল্পনার পরে অবশেষে বাজারে এসেছেহৃদ্মভ্রুদ্রত্র স্ত্র(২০২০)। এটি আপাততত্থদ্মদ্মনত্র এর নতুন সিরিজ গুলির মধ্যে সব থেকে কম দামী আই ফোন। এতে রয়েছে ৪.৭ ইঞ্চি ডিসপ্লে। এছাড়াও এই ফোনে রয়েছে খ১৩ চিপসেট। আগের বছরে লঞ্চ হওয়া আইফোন ১১ তেও এই এক চিপ ব্যবহার করা হয়েছিল। এছাড়াও এই ফোনে থাকছে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর। যাতে সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ঝুকি না থাকে।

জানা গিয়েছে ৬৪ জিবি,১২৮ জিবি এবং ২৫৬ জিবি স্টোরেজে পাওয়া যাবে এই ফোন। ভারতের বাজারে ৬৪ জিবির দাম হবে ৪২৫০০ টাকা। যদিও বাকি দুই স্টোরেজ যুক্ত ফোনের দাম কি হবে তা এখনও জানা যায়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬৪ জিবি স্টোরেজহৃদ্মভ্রুদ্রত্র স্ত্র (২০২০) ফোন কিনতে খরচ হবে মাত্র ৩৯৯ ডলার। এছাড়া ১২৮ জিবি এবং ২৫৬ জিবি ফোন কিনতে খরচ হবে জথাক্রমে ৪৯৯ মার্কিন ডলার এবং ৫৪৯ মার্কিন ডলার। ভারতের বাজারে কবে থেকে এই ফোন বিক্রি শুরু হবে তা জানা যায়নি। তবে কালো সাদা এবং লাল রংয়ে পাওয়া যাবে এই ফোন। করোনা আতঙ্কে লক ডাউনের কারণে কবে এই ফোন ভারতে পা রাখবে তা জানা যায়নি।

এতে থাকছে এইচডি আইপিএস এলসিডি ডিসপ্লে। এতে যথেষ্ট ভাল ব্রাইটনেস থাকবে। এছাড়াও ফোনের ভিতরে রয়েছে খ১৩ বায়োনিক চিপ। আই ফোনের আগের সিরিজের বেশ কয়েকটি ফোনেও এই চিপ ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে ব্যাটারি এবং মেমরি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়াও এই ফোনে থাকছে ১২ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। এতে থাকছে স্তেবিলাইজেসন। এছাড়াও সেলফি এবং ভিডিও কলের জন্য রয়েছে ৭ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। জানা গিয়েছে এই ফোনের ডিজাইন হবে আইফোন ৮ এর মতই। এছাড়া এই ফোনে থাকছে ওয়াটার প্রটেকশনের সুবিধাও।

কয়েক হাজার ভিডিও ডিলিট করা হবে, করলে এখনই জেনে রাখুন

নয়াদিল্লিঃ গোটা বিশ্ব এই মুহূর্তে লড়াই করে চলেছে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমে বেড়ে চলেছে। বেশ কয়েকটি দেশের অবস্থা যথেষ্ট সংকটজনক। তারই মাঝে জনপ্রিয় ভিডিও অ্যাপ টিক টকের তরফ থেকে ভুয়ো বার্তা রোধে নেওয়া হল পদক্ষেপ। সম্প্রতি তাদের তরফে জানানো হয়েছে যে হাজারেরও বেশি অ্যাকাউন্ট তারা ডিলিট করতে চলেছে।

কারণ এই সমস্ত ভিডিওতে করোনা ভাইরাস নিয়ে ভুয়ো বার্তা দেওয়া হয়েছে। যা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। আর সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিকটক। এমনটাই জানাচ্ছে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম। ইতিমধ্যে ভারত সহ সারা বিশ্বে এই ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

কিন্তু তারই মাঝে বেশ কিছু সাম্প্রদায়িক ভিডিও দেখা যাচ্ছিল এই প্ল্যাটফর্মে। শুধু তাই নয়, করোনা সংক্রান্ত বহু ভুয়ো ভিডিও এই প্লাটফর্মে শেয়ার করা হচ্ছিল। এই সেই সমস্ত ভিডিও ডিলিট করে দেওয়া হবে বলে জানাচ্ছে প্রকাশিত খবর।

আর সেই কারণে এই পদক্ষেপের কথা তারা জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যাতে ভুয়ো বার্তা ছড়িয়ে কোন রকম আতঙ্কের পরিবেশ যাতে সৃষ্টি না করা হয়। ইতিমধ্যে ভারতেও জানানো হয়েছে করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য কেবলমাত্র সরকারি ওয়েবসাইট এবং সরকারি বিবৃতি গুরুত্ব দেওয়ার কথা। কোনরকম আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। আর সেই কারণে আরা বিগত কয়েকদিন ধরে ওই প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল হওয়া ভিডিওর উপরে কড়া নজর রাখা হয়েছিল। তারপরে প্রায় তিরিশ হাজারের কাছাকাছি ভুয়ো বার্তা যুক্ত ভিডিও চিহ্নিত করা হয়েছে।

টিকটকের তরফে জানানো হয়েছে, তারা এই ধরনের ভিডিও বন্ধ করে দিতে চলেছে দ্রুত। সারা বিশ্ব এই মুহূর্তে করোনা ভাইরসের বিরুদ্ধে লড়ছে। এই মুহূর্তে এই জাতীয় ভুয়ো বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে পরলে তা অতিরিক্ত সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। যেই কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এর আগে টিকটকের তরফ থেকে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ১০০ কোটি টাকার চিকিৎসা সংক্রান্ত সামগ্রী দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল জনপ্রিয় এই অ্যাপ। যার মধ্যে ছিল বিশেষ স্যুইট এবং মাস্ক। মূলত স্বাস্থ্য কর্মীদের জন্য। আর এবারে ভুয়ো বার্তা রোধে কড়া পদক্ষেপ নিয়ে নজির স্থাপন করল জনপ্রিয় এই অ্যাপ। আগেই জানিয়েছিল ২০২০ সালের মধ্যে ভারতে ২০০ মিলিয়ন ব্যবহারকারীর লক্ষ্য তারা নিয়েছে। তবে এই পরিস্থিতিতে তারা কি করে সেটা দেখার।

করোনা সচেতনতায় এক গানে দুই বাংলার শিল্পী

করোনা সচেতনতায় একটি গানে কণ্ঠ দিলেন দুই বাংলার শিল্পীরা। বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে সচেতন করতে গানটি যেমন গেয়েছেন দুই বাংলার একঝাঁক শিল্পী। তেমনি এর ভিডিওতে হাজির হয়েছেন দুই বাংলার তারকা অভিনয়শিল্পীরা।

”বাংলা হাসবে, বিশ্ব হাসবে” শিরোনামে নতুন সেই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন বাংলাদেশের আসিফ আকবর, ইমরান মাহমুদুল, ভারতের কলকাতা থেকে কুমার শানু, অভিজিৎ ও শ্রী প্রীতম। গানটির গীতিকার ও সুরকার প্রীতম। পাশাপাশি যার যার বাড়িতে করা ভিডিওতে অংশ নিয়েছেন দুই বাংলার ছোট ও বড় পর্দার তারকা, সংগীত পরিচালক, কণ্ঠশিল্পী, খেলোয়াড়রা। গানটির জন্য সংগীত আয়োজন করেছেন বাংলাদেশের এমএমপি রনি। সংগীত সমন্বয় করেছেন প্রীতম ও ইমরান মাহমুদুল।

প্রীতম বলেন, লকডাউনে আছি। ভাবছিলাম কি করা যায়। মনে হলো, করোনা সচেতনতা নিয়ে দুই বাংলার শিল্পীদের সঙ্গে একটা গান করি। কাজটি করেও ফেললাম। সবাই যার যার ঘরে বসেই কণ্ঠধারণ করে পাঠিয়েছেন।” ছোট ও বড় পর্দার তারকা, কণ্ঠশিল্পী, সংগীত পরিচালক ও খেলোয়াড় মিলে ১৯ জন তারকা গানটির ভিডিওতে অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, সবাই বাড়ি থেকে ভিডিও করেও পাঠিয়েছেন।”

ইমরান বলেন, মরণব্যাধি করোনাভাইরাস সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আতঙ্ক। আমাদের দুই বাংলাও ভাইরাসটির সঙ্গে লড়ছে। তাই বাংলা ভাষাভাষী দুই দেশের মানুষকে সচেতন করতে এই গানটি করা। গানটির জন্য কাজ করতে পেরে ভালো লাগছে।”

গানটির ভিডিওতে অংশ নিয়েছেন ভারতের বাপ্পি লাহিড়ী, পূর্ণিমা শ্রেষ্ঠা, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, অঙ্কুশ, শ্রাবন্তী, শ্যাম বরণ ব্যানার্জি, সোহম, ওম, বাংলাদেশের চঞ্চল চৌধুরী, বাপ্পি চৌধুরী, দেবাশীষ বিশ্বাস, লক্ষ্মীরতন শুক্লা, আনিসুর রহমান মিলন, ইমন, পার্থ সারথি, আবু হেনা রনি, জেমি ইয়াসমিন ও শাদাব হাশমি।

গত সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতার গ্রিবস মিউজিক বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে গানের ভিডিওটি।

রবীন্দ্রনাথের পর সত্যজিৎ রায়কেই বহুবৈচিত্র্যময় বাঙালি প্রতিভা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। সত্যজিৎ রায় পারিবারিকভাবেই নিজেকে গড়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। দাদা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বাবা সুকুমার রায়ের পথ ধরেই তাঁর শিল্পভুবনে ঘোরাফেরার শুরু। যাঁরা সত্যজিতের দাদা ও বাবার লেখা পড়েছেন, তাঁরা জানেন কতটা সুক্ষ্ম জীবনবোধ ছিল তাঁদের। এই সময়টায় আরেকবার তাঁদের রচনা পড়ে ফেলা যায়।

আলোচনায় সত্যজিতের লেখালেখি, বিশেষ করে ফেলুদা আর প্রফেসর শঙ্কু বাদ থেকে গেল। তাতে কিছু আসে যায় না। সামনে কোনো একসময় শুধু বই নিয়েই আলোচনা করা যাবে। আজ একের পর এক তাঁর তৈরি সিনেমা দেখেই উদ্‌যাপন করা হোক সত্যজিৎ রায়ের শততম জন্মদিন।

দুর্দিনে এগিয়ে এলেন রানু মণ্ডল

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে রানু মণ্ডল এখন একজন শিল্পী। কদিন আগেও নদীয়া জেলার রানাঘাট স্টেশনে ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হতো তাঁকে। সবাই ‘পাগলী’ বলে ডাকলেও সুরেলা কণ্ঠ বদলে দিয়েছে তাঁর ভাগ্য। এখন তিনি বলিউডের একজন কণ্ঠশিল্পী। আর এখন করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ত্রাণ দিচ্ছেন তিনি।সম্প্রতি ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে পাওয়া গেল রানু মণ্ডলের খবর। জানা গেল, নিজের এলাকায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ত্রাণ দিচ্ছেন তিনি। একটি ছবিতে দেখা যায়, নিজের বাড়ির দরজা থেকে কিছু মানুষকে প্যাকেট তুলে দিচ্ছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের এক নাগরিকের ফেসবুক পোস্ট থেকে জানা গেছে, রানাঘাটের বেশ কিছু দরিদ্র ও গরিব মানুষকে নিজের সাধ্যমতো চাল, ডাল, ডিমসহ প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ত্রাণ হিসেবে দিয়েছেন। রানুর এ কাজের প্রশংসা করেছেন অনেকেই।রানাঘাট স্টেশনে বসে গান গাইতেন রানু মণ্ডল। সেই গান অনেকের নজর কাড়লেও সেটি ভিডিও করে ফেসবুকে প্রকাশ করেন অতীন্দ্র চক্রবর্তী নামের একজন। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে রানু মণ্ডলের গাওয়া লতা মঙ্গেশকরের ‘এক প্যায়ার কা নাগমা হ্যায়’ গানটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। এরপর থেকে রানু মণ্ডলকে নিজের সঙ্গেই রেখেছেন অতীন্দ্র। মুম্বাইসহ বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে নিয়েও যাচ্ছিলেন তিনি। এমনকি রানু মণ্ডলের রোজগারের বিষয়গুলোও দেখাশোনা করছিলেন তিনি।

সামাজিক মিডিয়া থেকে বলিউডে ঠাঁই হয় রানুর। সংগীত পরিচালক হিমেশ রেশামিয়ার মাধ্যমে বলিউডের দুটি গানে কণ্ঠ দেন তিনি। ‘হ্যাপি হার্ডি অ্যান্ড হির’ ছবির জন্য হিমেশ রেশমিয়ার সুরে ‘তেরি মেরি’ গানটি রেকর্ড করা হয় রানুর কণ্ঠে। প্রথম গানের জন্য রানুকে প্রায় ছয় লাখ রুপি সম্মানী দিয়েছেন হিমেশ রেশমিয়া।

লকডাউনের পরই ভারতের বাজারে আসছে নতুন ফোন, দামও খুব বেশি নয়

মোবাইল প্রেমীদের কাছে দ্বদ্রঙ্গদ্র অন্যতম জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ড। অনেক মোবাইল প্রেমীরাই এই ফোন ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি ভারতে লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে পিছিয়ে গেল দ্বদ্রঙ্গদ্র স্থীন বিক্রির সময়। জানা গিয়েছে, ভারতের বাজারে ওই ফোন বিক্রি শুরু হবে ৩ মে। যা আগে ঠিক ছিল ১৫ এপ্রিল। লকডাউনের কারণেই পিছনো হয়েছে এই সময়। গত মাসেই মোটরোলা র এই ফোল্ডেবল ফোন ভারতের বাজারে লঞ্চ করা হয়েছিল। দাম ঠিক করা ছিল ১২৪৯৯। আর এই ফোনের বিক্রি শুরু হবে অনলাইন ই কমার্স সাইটের মাধ্যমে। এছাড়া অফলাইন স্টোরেও পাওয়া যাবে এই ফোন। এছাড়া কোম্পানির থেকে স্ক্রিনে সমস্যা হলে তা পরিবর্তন করার সুবিধাও দেওয়া হয়েছে গ্রাহকদের। যেহেতু ভারতে দ্বিতীয় দফায় লক ডাউনের মেয়াদ ৩ মে পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে সেই কারণে মোবাইল প্রেমীদের এই ফোন কেনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ৬ এপ্রিল থেকে তারা এই ফোন কিনতে পারবেন।

এই ফোনে রয়েছে ৬.২ ইঞ্চি দ্মদ্রনত্রত্ম ডিসপ্লে। এছাড়াও রয়েছে ২.৭ ইঞ্চি কভার স্ক্রিন। যাতে কোনভাবে মোবাইল স্ক্রিনের কোন ক্ষতি না হয়।এছাড়াও এতে রয়েছে দ্ভন্ত্থনত্বদ্রদ্বদ্ব স্দ্রত্থদ্মক্ষ্ম ত্মন্থদ্ভদ্র দ্মন্দ্রত্বত্রন্স্দ্রন। এছাড়াও ৬ জিবি র‍্যাম্‌১২৮ জিবি স্টোরেজ এই ফোনে থাকায় কাজের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না। অনেক প্রয়োজনীয় ফাইল ব্যবহারকারীরা এই ফোনে রাখতে পারবেন।

এছাড়াও এই ফোনে রয়েছে ১৬ মেগাপিক্সেল রেয়ার ক্যামেরা। তার সঙ্গে রয়েছে অটো ফোকাস এবং এলইডি ফ্ল্যাশের সুবিধা। সেলফির জন্য রয়েছে ৫ মেগাপিক্সেল ক্যামেরাও। এতে রয়েছে ২৫১০ এম এ এইচ ব্যাটারি। যার জেরে নাগাড়ে অনেকক্ষন এই ফোন ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও এতে রয়েছে দ্রুত চার্জের সুবিধা। এতে রয়েছে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর। এছাড়াও রয়েছে ব্লু টুথ ইউএসবি ব্যবহারের সুবিধাও।

সত্যজিৎ রায়, চলচ্চিত্রের এক রাজপুত্র

আজ সত্যজিৎ রায়ের শততম জন্মদিন। ১৯২১ সালের এই দিনে তিনি জন্মেছিলেন। জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রতি এই শ্রদ্ধার্ঘ্যসত্যজিৎ রায় আমাদের বাড়িতে প্রথম ঢোকেন ‘বাক্স রহস্য’ হয়ে। গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষ বা আশির দশকের শুরুর কোনো একদিন আমার অনুজ জন্মদিনে উপহার পেয়েছিল এই বই। ফেলুদা সেদিন থেকেই আমাদের আত্মার আত্মীয়। তবে ‘দেশ’ আর ‘আনন্দমেলা’র মাধ্যমে সত্যজিৎ রায় যে আমাদের জীবনে নিয়মিত হয়ে উঠবেন, সেটাও জানা গেল কদিন বাদে। পুরনো পুজোসংখ্যাগুলো নতুন করে ওল্টালেই পাওয়া যেতে লাগল শঙ্কু আর ফেলুদাকে। এ যেন নতুন এক রত্নের খনি। তখনো ভিসিআর আসেনি দেশে। বিদেশি চলচ্চিত্র দেখার জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন আর ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের পথ ধরে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসই ভরসা। আশির দশকের শুরুতে আমরাও যুক্ত হয়ে পড়লাম ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনে। এনজয় ফিল্ম সোসাইটি আর পাইওনিয়ার ফিল্ম সোসাইটির তরুণ অগ্রজেরা আসতেন আমাদের বাড়িতে, আমার মেজ ভাই শাহীন রেজা নূরের কাছে। তিনি ছিলেন এই দুই ফিল্ম সোসাইটির সহসভাপতি।

সে সময়েই ভারতীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে সত্যজিৎ রায়ের তৈরি ছবি দেখার সুযোগ ঘটে। প্রথমে ‘তিন কন্যা’, তারপর ‘সৎরঞ্জ কা খিলাড়ি’র মাধ্যমে পরিচয়। এরপর বাড়তে থাকে জানা---বোঝার পরিধি। উচ্চমাধ্যমিকের কোনো এক সময়ে দেখে ফেলি ‘চারুলতা’। আর চলচ্চিত্রবোদ্ধাদের নানা আলোচনা থেকে বুঝতে শুরু করি সত্যজিতের ছবিগুলোর নান্দনিকতা। মনে আছে, ধানমন্ডি দুই নম্বরের সেই এল প্যাটার্নের বাড়িটায় একের পর এক সিনেমা দেখেছি। সেখানেই একবার সত্যজিৎ রায় রেট্রোসপেকটিভ হলো। ওয়াহিদুল হক অতিথি হয়ে এসে বলেছিলেন, ‘সত্যজিৎ রায়ের সবচেয়ে বড় গুণ হলো, তিনি ঠিক জায়গায় থামতে জানেন।’ এ কথা আমার খুব মনে আছে। ‘ভারত বিচিত্রা’য় এই বিষয়টি নিয়ে একটি ফিচার লিখেছিলাম, মনে পড়ে। ‘হীরক রাজার দেশে’ ছবিটি এসেছিল এরশাদ আমলে, কোনো এক চলচ্চিত্র উৎসবে। আনন্দ সিনেমা হলে সে ছবি দেখার জন্য গিয়েছিলাম। কিন্তু মিসকমিউনিকেশনের কারণে টিকিট পাইনি। খুব মন খারাপ হয়েছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যেই টেলিভিশনে দেখেছিলাম সে ছবি। আমাদের বড় ভাইয়ের বন্ধু আজাদ ভাই পুরো সিনেমাটাই স্টেরিওতে ক্যাসেটবন্দি করেছিলেন। মাঝেমধ্যেই সে ক্যাসেট শুনতাম আমরা। এবং হ্যাঁ, পুরো সিনেমাটাই আমাদের মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মতো অসংখ্য মানুষের মুখস্ত ছিল সংলাপগুলো। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ‘দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান’ স্লোগানটার ব্যবহার ছিল সে সময়।

আমরা যারা সাধারণ দর্শক, চলচ্চিত্রের কারখানায় গিয়ে কাটাছেঁড়া করার যোগ্যতা নেই যাদের, তারা সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা আর লেখালেখিতে বরাবর আনন্দ পেয়ে থাকি। এরপরও যখন সত্যজিতের চলচ্চিত্র নিয়ে কোনো বোদ্ধা কোথাও কিছু লেখেন, তখন তা আগ্রহ নিয়েই পড়ি। কেউ কেউ সত্যজিতের চলচ্চিত্রজীবনকে দুভাগে ভাগ করেন, কেউ কেউ কোন পরিচালকের কোন চলচ্চিত্র থেকে সত্যজিতের কোন চলচ্চিত্র প্রভাবিত হয়েছে, সে বিষয়ে জানান, কেউ সত্যজিতের হয়ে ওঠার গল্প শোনান। সবকিছু আমাদের ভালো লাগে। প্রশ্ন করা না হলে জানার সুযোগ ঘটে না। সবকিছুই অন্ধবিশ্বাসে মেনে নিলে জিজ্ঞাসাগুলোও আস্তে আস্তে মরে যেতে থাকে। তাই নতুন কিছু জানার আগ্রহে পর্দা টেনে দিতে নেই।অনেকেই জানেন, সত্যজিৎ পড়তেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। পড়তে চেয়েছিলেন ইংরেজিতে, কিন্তু পড়তে হয়েছিল অর্থনীতি। এরপর গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। সেখানকার গ্রন্থাগারেই সত্যজিৎ খুঁজে পেয়েছিলেন রত্নভাণ্ডার। মার্কিন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ লুইস জ্যাকবস, রুশ চলচ্চিত্রকার পুদোভকিন, ব্রিটিশ চলচ্চিত্রবোদ্ধা পল রোথাসহ আরও কারও কারও চলচ্চিত্রবিষয়ক বইপত্র পড়েছিলেন তিনি। ‘বিষয় চলচ্চিত্র’ নামে যে ছোট্ট একটি বই আছে সত্যজিতের, সেখানে ‘সোভিয়েত চলচ্চিত্র’ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ আছে, তাতে সোভিয়েত তিন পরিচালক আইজেস্টাইন, পুদোভকিন আর দোভঝেঙ্কোকে নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। ‘মন্তাজ’ শব্দটার সঙ্গে সেখানেই পরিচিত হয়েছিলাম।

আন্দ্রেই তারকোভস্কির ‘ইভানস চাইল্ডহুড’ ছবিটি নিয়েও তাঁর পর্যবেক্ষণ সেখানে ছিল বলে মনে হয়।

যদি ভুল না করে থাকি, তাহলে ‘বিষয় চলচ্চিত্র’ বইটির প্রথম প্রবন্ধটি ছিল ‘চলচ্চিত্রের ভাষা: সেকাল ও একাল’। সংগীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, নাটকসহ শিল্পকলার আদিম সৃষ্টিকর্ম এক হয়ে যে চলচ্চিত্র রূপে আবির্ভূত হলো, সে কথা বুঝি এখানেই প্রথম পড়েছিলাম। এই প্রবন্ধটি পড়েই লুমিয়ের, গ্রিফিত, রেনোয়া, অরসন ওয়েলসের ছবি দেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠি। অবশ্য চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আরও আগে, টেলিভিশনের কল্যাণেই।

সত্যজিৎ রায়কে চলচ্চিত্রনির্মাণের পুঙ্খনাপুঙ্খ নিয়ম মেনে চলা একজন শিল্পী হিসেবে দেখা হয়। ‘পথের পাঁচালী’ থেকেই ডিটেইলিং—এর প্রতি তাঁর নিষ্ঠা সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্যামেরায় গল্প বলাটা যে সাধারণ গল্প বলার চেয়ে ভিন্ন একটি ঘটনা আর সিনেমায় গল্প বলার মুনশিয়ানা যে একজন বড় মাপের চলচ্চিত্রকারকে চিনতে সাহায্য করে, সে কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো। সমালোচকদের অনেকেই সত্যজিতের এই দিকটিকে ভাসিয়েছেন প্রশংসার বন্যায়।

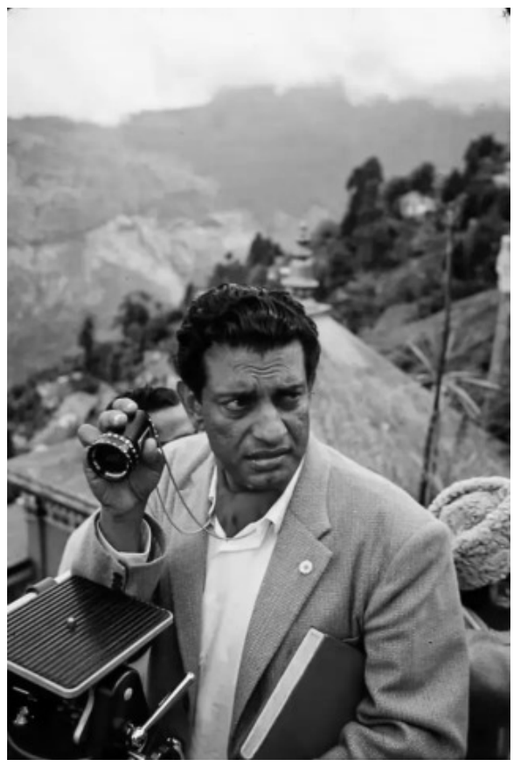

সমালোচকদের প্রতি যে সত্যজিৎ রায় খুব নির্দয় ছিলেন, তারও প্রমাণ আমরা পাই তাঁর রচনায়। উপন্যাস বা গল্প থেকে কোনো কাহিনি চলচ্চিত্রে নিলে তা যে পরিবর্তন করতে হয়, সব সময় মূল গল্পে আস্থা রাখা যায় না, সে কথা হাতে---কলমে বুঝিয়েছেন সমালোচকদের। সে রকম একটি সমালোচনার প্রথম লাইনটি আমার মতো অনেকেরই মুখস্ত হয়ে গেছে, ‘আশ্বিনের পরিচয় খুলে দেখলুম রুদ্রমশাই আবার আমার পিছনে লেগেছেন।’ বোধ করি, ‘চারুলতা’ ছবিটি নিয়েই একটি রিভিউ করেছিলেন ‘রুদ্রমশাই!’ তারই প্রতিবাদে যে ঢাউস ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সত্যজিৎ, প্রবন্ধ হিসেবে পড়ার জন্য শুধু নয়, চলচ্চিত্রের ভাষা নির্মাণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার জন্যও তা এক দারুণ সংযোজন। সেটাই তো হতে হবে। এবং তা মুগ্ধদর্শকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই।

একটা কথা প্রায়ই বলি। ‘পথের পাঁচালী’ ছবিতে হরিহর যখন বহুদিন পর ফিরে আসেন এবং কিনে আনা জিনিসপত্র সর্বজয়াকে দেখাতে থাকেন, একপর্যায়ে দুর্গার জন্য আনা শাড়িটা দেখান, তখন যে দৃশ্যের অবতারণা হয়, তা দেখে আমি আজ পর্যন্ত চোখের জল আটকাতে পারি না। যতবার দেখি, ততবার কাঁদি। আমার মতো দুর্বলচিত্ত মানুষ বলেই হয়তো এ ঘটনা ঘটে। কিন্তু ভাবতে হয়, সে দৃশ্যে সংলাপ বাদ দিয়ে যন্ত্রানুসঙ্গে যে আবহ সৃষ্টি করলেন সত্যজিৎ, সেটা কি কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে এক অনির্বচনীয় সুখেরও আস্বাদ দেয় না? একটি সার্থক দৃশ্য নির্মাণের সুখের আস্বাদ?

ইউটিউবে দেখলাম, ‘পথের পাঁচালী’ দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন এখনকার খ্যাতিমান ভারতীয় চলচ্চিত্রকার সুজিত সরকার। বলছিলেন, ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে ‘পথের পাঁচালী’ ছবিটি দেখতে গিয়েছিলেন। কুড়ি মিনিট পার হওয়ার আগেই তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন ঘুমের রাজ্যে। বড় হয়ে দেশের বাইরে এক চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়ে আবার যখন ছবিটি দেখার সৌভাগ্য হলো, তখন ছবি শেষ হওয়ার পর আসন ছেড়ে উঠতে পারেননি তিনি। সেখানে বসেই আরও একবার এবং আরও একবার দেখলেন সে ছবি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো যেন সে ছবির স্বাদ গ্রহণ করলেন। চলচ্চিত্র উৎসব বলেই কয়েকটি শো একনাগাড়ে হয়েছিল। সে সুযোগ নিয়েছিলেন সুজিত সরকার। সুজিতের কাছে অপু ট্রিলজি আর চারুলতাই সেরা।

তবে সত্যজিতের কোন ছবি দেখবে বলে কেউ যদি নিজেকে প্রশ্ন করে, তবে সবার আগে উত্তর হওয়া উচিৎ, দেখতে হবে সব কটি ছবি। তারপরও যদি কেউ বলে, ঠিক আছে, আমাকে প্রথমে কোন পাঁচটি ছবি দেখার কথা বলবে? তাহলে ছবি নির্বাচন করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। তবে অনেকেই এই তালিকায় ‘পথের পাঁচালী’, ‘মহানগর’, ‘জনঅরণ্য’, ‘চারুলতা’ আর ‘নায়ক’কে রাখবেন। আমি অবশ্য ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র বড় ফ্যান। কেউ কেউ বলবে, ভিন্নস্বাদের ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ আর ‘হীরক রাজার দেশে’ কেন থাকবে না তালিকায়? কেউ কেউ গম্ভীর মুখে বলবেন, ‘ঘরে বাইরে’ ছবিটির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনার কাছেও তো আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই বিতর্ক চলতেই থাকবে।আমি জানি, ‘আগন্তুক’ ছবিটি নিয়ে অনেকেরই আগ্রহ নেই। কিন্তু আমি তা মুগ্ধ হয়ে দেখি। প্রায় পুরো ছবিটাই বাড়ির ভিতর করা।

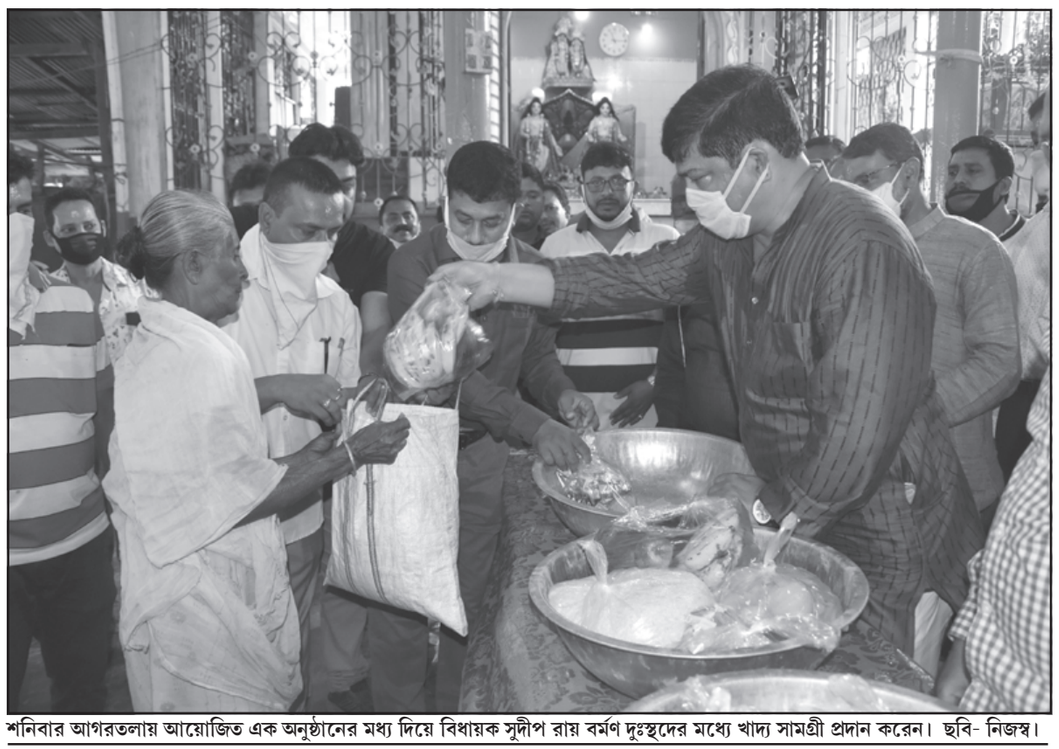

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

করোনা ভাইরাসের কারনে ভারতে আটকে পড়া ৩১৮ জন বাংলাদেশিকে ফেরত আনা হয়েছে

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০২।। ভারতে আটকে পড়া ৩১৮ জন বাংলাদেশিকে শনিবার দুটি ফ্লাইটে করে ফেরত আনা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই উদ্যোগে দিল্লি হয়ে বাংলাদেশ বিমানযোগে ১৫১ জন এবং চেন্নাই হয়ে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সযোগে ১৬৭ জন যাত্রী দেশে ফিরেছেন। নয়াদিল্লি থেকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ ইমরান এসব তথ্য জানিয়েছেন। এ ছাড়া আগামী তিনদিনে মুম্বাই, কলকাতা ও দিল্লি থেকে বাংলাদেশ বিমানযোগে আরও প্রায় ৪০০ বাংলাদেশি দেশে ফিরবেন বলে জানান তিনি। নয়াদিল্লির বাংলাদেশ হইকমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, দিল্লি থেকে ফেরত আসা যাত্রীদের মধ্যে ভারতে চিকিৎসার জন্য আসা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রোগী রয়েছেন। এ ছাড়া দিল্লি ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরাও এই ফ্লাইটে দেশে এসেছেন।

দিল্লি ছাড়ার আগে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভারতে হাইকমিশনার ইমরানের নেতৃত্বে দূতাবাস কর্মকর্তাদের একটি দল যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেন। বাংলাদেশ হাইকমিশন জানায়, চেন্নাই থেকে ফেরা যাত্রীদের অধিকাংশই রোগী ও তাদের সঙ্গে শুশ্রূষাকারী হিসেবে যাওয়া পরিবারের সদস্য। বাংলাদেশ মিশন জানায়, ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশিদের দেশে ফেরানোর জন্য ভারত সরকারের সব পর্যায়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। যারা এখনও দেশে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের আকাশ ও স্থলপথে ফেরানোর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। হাইকমিশন আরও জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে উভয় দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের দিক নির্দেশনায় দু'দেশ একসাথে কাজ করছে। ভারত থেকে পাঠানো বিভিন্ন চিকিৎসাসামগ্রী উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নিদর্শনস্বরূপ বাংলাদেশ বিমানের সৌজন্যে দেশে আনা হয়েছে।

এ ছাড়া সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কেউ ভুল ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করছেন উল্লেখ করে বাংলাদেশ হাইকমিশন জানায়, তারা ভারতে লকডাউনের আংশিক শিথিলতার সুযোগে দেশে ফেরানোর প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে সুবিধা লাভের চেষ্টা করছেন।

কিন্তু হাইকমিশনের মাধ্যমে ভারত সরকারের অনুমোদন গ্রহণ ছাড়া আন্তঃরাজ্য ভ্রমণে পথিমধ্যে আইনগত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত সব তথ্য হাইকমিশনের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজে নিয়মিতভাবে আপলোড করা হচ্ছে। স্থলপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে অনুমতির জন্য পালনীয় নিয়মাবলি ইতোমধ্যে জানানো হয়েছে। হেল্পলাইনও চালু রয়েছে। তাই সবাইকে হালনাগাদ তথ্যের জন্য হাইকমিশন প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিগুলো অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে" - বলা হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

কোভিড-১৯ : বাংলাদেশে আরো ৫ সহ মোট মৃত্যু ১৭৫,আক্রান্ত ৮ হাজার ৭'শ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০২।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আরও পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ১৭৫ জনে। একদিনে নতুন করে করোনা সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছেন ৫৫২ জন। এখন পর্যন্ত করোনায় মোট শনাক্ত হলেন আট হাজার ৭৯০ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন তিন জন, এ নিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭৭ জন। শনিবার বেলা ২টা ৩০ মিনিটে বাংলাদেশের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সার্বিক পরিস্থিতি জানাতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিন অনলাইনে প্রচারিত হয়। বুলেটিনে ভিডিও কনফারেন্সে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় যে পাঁচ জন মারা গেছেন তারা সবাই ঢাকার বাসিন্দা। এর মধ্যে পুরুষ তিন জন ও নারী দুজন। নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৬ হাজার ১৯৩টি। পরীক্ষা করা হয়েছে ৫ হাজার ৮২৭টি নমুনা। এই পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৬ হাজার ৬৬টি। স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন, নমুনা সংগ্রহের হার আগের দিনের তুলনায় ৫ দশমিক ৯ শতাংশ বেশি এবং পরীক্ষার হার আগের দিনের তুলনায় ১২ দশমিক ২৫ শতাংশ বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ। আগের দিনের নমুনা পরীক্ষায় ১০ দশমিক ২৪ শতাংশ রোগী শনাক্ত হয়েছিল। গত দিনের তুলনায় আমাদের সামান্য হলেও শনাক্ত রোগীর হার কমেছে। তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ১৬৮ জনকে, এখন পর্যন্ত মোট আইসোলেশনের সংখ্যা এক হাজার ৬৩২ জন। ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৫৮ জন, এখন পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন এক হাজার ২২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক ও হোম কোয়ারেন্টিন মিলে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে এক হাজার ৫৪৩ জনকে। এখন পর্যন্ত এক লাখ ৯০ হাজার ৪৪৩ জনকে কোয়ারেন্টিন করা হয়েছে। নাসিমা সুলতানা আরও জানান, কোয়ারেন্টিন থেকে গত ২৪ ঘণ্টায় ছাড়া পেয়েছেন দুই হাজার ৮৫০ জন, এখন পর্যন্ত ছাড়া পেয়েছেন এক লাখ ৪৯ হাজার ৩৪৯ জন। বর্তমানে মোট কোয়ারেন্টিনে আছেন ৬৯ হাজার ৯৪ জন।

সাংবাদিকরা সমাজের বিবেক, বিবেকে বিবেচনা থাকে, সেই বিবেচনা বলেই ভবিষ্যত-সমাজকে এগিয়ে নেবেন তাঁরা, আশা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

গুয়াহাটি, ২ মে (হি.স.) : মহামারি করোনা সৃষ্ট আতঙ্ক ও লকডাউনজিনত পরিস্থিতিতে শনিবার অসমের ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সম্পাদক ও বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। মহানগরের খানাপাড়ায় অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী আইন মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন স্বাস্থ্য-অর্থ-পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, জলসম্পদ মন্ত্রী কেশব মহন্ত, আইন ও গুয়াহাটি উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী রিহন দৈমারি, মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস অ্যাডভাইজার হৃষিকেশ গোস্বামী, আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভরালি, মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ, পুলিশ-প্রধান ভাস্কজ্যোতি মহন্ত।

আজকের মতবিনিময় সভায় সম্পাদক ও অন্য সিনিয়র সাংবাদিকরা নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ বেশ কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকারকে। মতবিনিময় সভার পর মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল বাইরে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানান, 'আজকের আলোচনায় সম্পাদক ও সাংবাদিকরা বহু পরামর্শ দিয়েছেন। ছয়ের পাতায়

শনিবার এমবিবি ক্লাবের উদ্যোগে উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী স্ত্রীর হাতে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

মহারাষ্ট্র থেকে সাইকেলে উত্তরপ্রদেশের গ্রামের বাড়ি ফিরতে গিয়ে মৃত পরিযায়ী শ্রমিক

বারবানি ২ মে (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশ জুড়ে চলছে লকডাউন। বন্ধ যানবহন। এই পরিস্থিতি মহারাষ্ট্র থেকে সাইকেল চালিয়ে উত্তরপ্রদেশের গ্রামের বাড়িতে ফিরতে গিয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মৃত শ্রমিকের নাম তাবরেক আনসারি। দু'দিন আগে মুম্বই শহরতলির ভিওয়ান্ডি থেকে সাইকেলে গ্রামের বাড়ি মহারাজগঞ্জে পৌঁছানোর জন্য রওনা দিয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশের বারবনি অবধি ৩৫০কিমি পাড়ি দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শনিবার মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তাবরেকের সঙ্গে আরও ১০ জন শ্রমিক গ্রামে ফিরতে রওয়ানা দিয়েছিলেন। এমনটাই পুলিশ সূত্রের খবর।

মৃতের সফরসঙ্গী রমেশ গৌর বলেছেন, 'ভিওয়ান্ডির যে পাওয়ার লুম সংস্থায় আমরা কাজ করতাম, লকডাউনের প্রভাবে সকলকে চাকরি খোয়াতে হয়। ফলে গ্রামে ফেরা ছাড়া আমাদের কাছে আর কোনও বিকল্প ছিল না। তাই সাইকেলে চেপে বসি। আমাদের কাছে টাকা ও খাওয়ার কিছুই ছিল না। কিন্তু ৩৫০ কিমি গিয়েই শরীর খারাপ হয়ে যায় তাবরেকের। ক্রমে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।' পুলিশ সূত্রে খবর, অত্যাধিক পরিশ্রম, খালি পেট, ডি-হাইড্রেশন আর সানস্ট্রোক মৃত্যুর প্রাথমিক কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। মৃতদেহে ময়না তদন্তের পর সঠিক কারণ জানা যাবে।

বাংলাদেশে চলতি মাসে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে ৫০ হাজার : ডা. আবুল কালাম আজাদ

মনির হোসেন, ঢাকা, মে ০২।। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বিশেষজ্ঞদের বরাত দিয়ে জানান, আগামী ৩১ মে পর্যন্ত ৪৮ হাজার থেকে ৫০ হাজার মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন এবং মারা যেতে পারেন ৮০০ থেকে এক হাজার মানুষ। গত ২১ এপ্রিল করোনাভাইরাস প্রতিরোধ ও প্রতিকারে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভায় তিনি এ তথ্য জানান।

বাংলাদেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। সে মাসে মোট শনাক্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা ছিল ৫১ জন। এপ্রিলে শনাক্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় সাত হাজার ৬১৬ জনে। গত কয়েক দিনে প্রতিদিনই নতুন রোগী শনাক্ত হচ্ছে চার-পাঁচশ বা তারও বেশি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, প্রতিদিন যে হারে পরীক্ষা হচ্ছে সেটাও যথেষ্ট নয় এবং এটা পুরো দেশের চিত্রও নয়। এখনও দেশ সংক্রমণের চূড়ায় নয়। পরীক্ষা সংখ্যা বাড়ালে এবং সাধারণ ছুটি শিথিল করে আনা হলে মে মাসে অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। স্বাস্থ্য খাতের বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী ১৪ দিন কঠিন সময়। তাই ভীষণ সতর্কতা নিয়ে পরিকল্পিতভাবে পার করতে হবে। যদি সেটা না হয় তাহলে সর্বোচ্চ সংখ্যক মৃত্যু এবং রোগী দুটোই দেখা যাবে মে মাসে।

গত ৮ মার্চ প্রথম রোগী শনাক্ত হওয়ার পর ৮ এপ্রিল পর্যন্ত এক মাসে শনাক্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা ছিল ২১৮ জন। এরপর রোগী বাড়তে থাকে। ১৮ এপ্রিল রোগী শনাক্ত হয় ৩০৬ জন। এরপর সংখ্যা শুধুই বেড়েছে। ২০ এপ্রিল ৪৯২ জন, ২৪ এপ্রিল ৫০৩ জন, ২৮ এপ্রিল ৫৪৯ জন এবং গত ২৯ এপ্রিল ৬৪১ জন। তবে ৩০ এপ্রিল শনাক্ত হওয়া রোগী সংখ্যা তার আগের দিনের চেয়ে কমে দাঁড়িয়েছিল ছিল ৫৬৪ জন। জানতে চাইলে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. এএসএম আলমগীর বলেন, কোনও মডেলিংই প্রকৃতপক্ষে বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু মডেলিং করা হয় প্রস্তুতিতে সাহায্য করার জন্য। তবে মে মাসের মাঝামাঝিতে করোনার 'পিক টাইম' দেখা দিতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন ডা. আলমগীর। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরুতে রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (আইইডিসিআর) কোভিড-১৯-এর নমুনা পরীক্ষা করা হলেও বর্তমানে দেশে পরীক্ষা হচ্ছে ২৮টি ল্যাবরেটরিতে। এরমধ্যে রাজধানী ঢাকায় ১২টি ও ঢাকার বাইরে ১৬টি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি তিনটি হাসপাতালকে করোনা পরীক্ষার জন্য অনুমতি দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। যদিও এই হাসপাতালগুলো কেবল তাদের ভর্তি হওয়া রোগীদের পরীক্ষা করাতে পারবে।

সিঙ্গাপুর ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি অ্যান্ড ডিজাইন (এসইউটিডি)-এর ডেটা ড্রাইভেন ইনোভেশন ল্যাবের গবেষকরা পূর্বাভাস দিয়েছেন, মে মাসে বাংলাদেশে করোনার প্রকোপ ৯৯ শতাংশ কমে যেতে পারে। তবে বাংলাদেশ থেকে ভাইরাসটির পুরোপুরি বিদায় নিতে সময় লাগতে পারে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। আর সারা বিশ্ব থেকে করোনা পুরোপুরি বিদায় নিতে পারে ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে। যদিও এরসঙ্গে একমত নন বাংলাদেশি চিকিৎসকরা। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. রোবেদ আমিন বলেন, 'লকডাউন শিথিল করলে রোগী সংখ্যা বেড়ে যাবে। কিন্তু লকডাউন লম্বা করে দেওয়া হলে কেসগুলোকে সেটেল ডাউন করে ডিলে করে দেওয়া হবে। এভাবে যদি ডিলে করে দেওয়া হয় তাহলে আর সংক্রমণের চূড়ায় না যাওয়া হলেও এ পরিস্থিতি চলতে থাকবে।' সিঙ্গাপুরের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে একমত নন অধ্যাপক রোবেদ আমিন।দেশের ২৮টি জায়গায় নমুনা পরীক্ষা হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চল, উপজেলা এবং অনেক জেলায়ও পরীক্ষা করানো যাচ্ছে না মন্তব্য করে অধ্যাপক রোবেদ আমিন বলেন, তাহলে পুরো দেশের চিত্র তো এখনও আমরা পাচ্ছি না। বাংলাদেশে আসলে মোট কতজন আক্রান্ত সেটা এখনও আমরা জানি না। কেবল পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে একটা অঙ্ক করে যাওয়া হচ্ছে। 'চীনের উহানের চেয়ে ঢাকার অবস্থা খারাপ মনে হচ্ছে' মন্তব্য করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বিশিষ্ট ভাইরোলজিস্ট অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, 'মানুষ লকডাউন মানছে না। ঢাকা শহরের সংক্রমিত মানুষের হার এর সঙ্গে মেলালেই সেটা বোঝা যায়। চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানী ও গবেষক আতিক আহসান বলেন, মে মাস আমাদের জন্য ভালো কিছু আনবে না। খারাপ যা হতে পারে সেটা মে মাসের মধ্যেই দেখবো। এর পরে ধীরে ধীরে রোগীর সংখ্যা কমতে শুরু করবে।

শনিবার আগরতলায় টিইউসিসি এর উদ্যোগে শহীদ স্মরণ সভা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

দূর্যোগ না কাটা পর্যন্ত হিন্দু মহাজোট বাংলাদেশে সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাবে মহাসচিব অ্যাডঃ গোবিন্দ প্রামাণিক

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০২।। বাংলাদেশের জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব অ্যাডঃ গোবিন্দ প্রামাণিক বলেন, যতদিন দুর্যোগ না কাটে ততদিন হিন্দু মহাজোট তার সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।তিনি বলেন,যেহেতু সৎকার কর্মীরা সরাসরি লাশ স্পর্শ করেন সেহেতু তাদের পিপিই একবারের বেশী ব্যবহার করা নিরাপদ না। তাই আমরা আবারো তাদের পিপিই সহ অন্যান্য সামগ্রী দেয়া অব্যাহত রেখেছি। তাদের যত নিরাপত্তা সামগ্রী লাগবে হিন্দু মহাজোট সব দিবে মর্মে ঘোষণা করেন তিনি।

বাংলাদেশের ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় শুক্রবার ও শনিবার বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট ঢাকা, নারায়নগঞ্জ সহ বিভিন্ন শ্মশানে সৎকার কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য ২৫ সেট গামবুট, ১০০ পিস পিপিই, ১০০ পিস নিরাপত্তা চশমা, ১০০ সেট হ্যান্ডগ্লাবস সহ নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করে। হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব অ্যাডঃ গোবিন্দ চন্দ্র প্রামানিক এ সমস্ত নিরাপত্তা সামগ্রী সৎকার কর্মীদের নিকট হস্তান্তর করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, হিন্দু মহাজোট ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি ডি.কে. সমির, হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক মহাজোটের সভাপতি শ্যামল ঘোষ, শ্যামপুর থানা সভাপতি বিমল হরিজন প্রমুখ। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অ্যাডঃ গোবিন্দ প্রামাণিক বলেন, শ্মশানে প্রতিদিনই লাশ আসছে।আমাদের স্বেচ্ছাসেবকগণ গতকালও ঢাকার পোস্তগোলা শ্মশানে ৬ টি লাশ দাহ করেছে। আজ সকালে ৩ টি লাশ এসেছে। খবর পেয়েছি আরো আসবে। প্রতিদিনই করোনা ভাইরাসে মৃত লাশ আসছে।এমতাবস্থায় সৎকার কর্মীরা খুবই ঝুকির মধ্যে রয়েছে। সেজন্য আমরা তাদের জন্য গামবুট, পিপিই সহ অন্যান্য নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করেছি। যেহেতু সৎকার কর্মীরা সরাসরি লাশ স্পর্শ করেন সেজন্য পিপিই গুলি একবারের বেশী ব্যবহার করা নিরাপদ না। সেজন্য আমরা আবারো তাদের পিপিই সহ অন্যান্য সামগ্রী দিতে এসেছি। তাদের যত নিরাপত্তা সামগ্রী লাগবে হিন্দু মহাজোট সব দিবে মর্মে ঘোষণা করেন।এছাড়া নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, গোপালগঞ্জ সহ ৬ টি জেলায় আজও দুস্থদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী প্রদান সহ জীবানুনাশক স্প্রে করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়ে কোয়ারেন্টিনে

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ০২।। বাংলাদেশ নওগাঁ-২ আসনের সংসদ সদস্য শহিদুজ্জামান সরকার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আওয়ামী লীগ দলীয় এই সংসদ সদস্য শুক্রবার বিকালে তার করোনা পজিটিভ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছেন। নওগাঁ জেলার এই এমপি গত ২৮ এপ্রিল তার নির্বাচনি এলাকা থেকে ঢাকায় আসেন। এরপর করোনার উপসর্গ দেখা দিলে নমুনা পরীক্ষা করতে দেন। বর্তমানে তিনি ন্যাম ভবনের বাসায় কোয়ারেন্টিনে আছেন। সংসদ সদস্য করোনা আক্রান্ত হওয়ায় চার নম্বর সংসদ সদস্য ভবন লকডাউন করা হয়েছে। জাতীয় সংসদের হুইপ আতিউর রহমান আতিক ওই ভবনটি লকডাউন করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। করোনা আক্রান্ত এই সংসদ সদস্য দশম জাতীয় সংসদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন শহিদুজ্জামান সরকার।একাধিকবার নির্বাচিত ও জাতীয় সংসদে একটি স্থায়ী কমিটির সভাপতি এই সংসদ সদস্য বাংলা ট্রিবিউনকে তার করোনা পজিটিভ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শুক্রবার নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পেয়েছেন। তাকে জানানো হয়েছে তার শরীরে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি রয়েছে। তিনি এখন ন্যাম ভবনের বাসায় পরিবার থেকে আলাদা আছেন। তিনি সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

২৪ ঘন্টায়

● প্রথম পাতার পর

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৪৩ জন, বিহারে ৪৭১ জন, চন্ডীগড়ে ৮৮ জন, ছত্তিশগড়ে ৪৩ জন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৪,৭২১ জন, হরিয়ানায় ৩৬০ জন, হিমাচল প্রদেশে ৪০ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৬৩৯ জন, ঝাড়খণ্ডে ১১১ জন, কেরলে ৪৯৭, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৫৮৯ জন, লাদাখে ২২ জন, মধ্যপ্রদেশে ২৭১৯ জন, মণিপুরে দু''জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১২ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ১৪৯ জন, পুদুচেরিতে ৮ জন, পঞ্জাবে ৪৮০ জন, রাজস্থানে ২৬৬৬ জন, তেলেঙ্গানায় ১০৩৯ জন, ত্রিপুরায় দু''জন, উত্তরাখণ্ডে ৫৮ জন, উত্তর প্রদেশে ২৩২৮ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৭৯৫ জন।

নির্দেশিকা

● প্রথম পাতার পর

ড্রাইভার সহ ২ জন যাত্রী থাকতে পারবেন। অরেঞ্জ জোনে বাকি কাজকর্মের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা থাকবে না। তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি কম কাজকর্মের অনুমতি দিতে পারে। ২০০৫ সালের বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন অনুসারে ৪ মে থেকে আরও ২ সপ্তাহ এই লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

টানাপোড়েন

● প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা শাসক ড় দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, গতকাল মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছেন। তাকে গতকাল বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। তাই রাতে বিএসএফ ওই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। রাতেই তাকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। তাঁর দাবি, ওই ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করা হবে। রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর জবাবের কড়া প্রতিক্রিয়া রাজ্যপালের উপর্যুপরি তিনটি টুইট

কলকাতা, ২ মে (হি. স.) : নবান্ন থেকে পাওয়ার পর ১০ মিনিটের মধ্যে তিনটি টুইটে জবাব দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকার। এই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, তাঁর আসল জবাবটা দেওয়ার আগে এই মন্তব্য।

প্রথম টুইটে রাজ্যপাল লিখেছেন, ২৪ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠির উত্তর পেলাম। এটা এখন জনগণের বিচার্য বিষয়ের অন্তর্গত। জবাব দেওয়ার আগে এই মন্তব্য করছি। এই সংকটময় মুহূর্তে পরিশেষে মুখ্যমন্ত্রীকে নেতিবাচক পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে বলছি। লোকের অবর্ণনীয় দূর্দশা লাঘবের জন্য একসঙ্গে কাজ করার আবেদন করছি।

ফের বান্ধবগড় থেকে উদ্ধার ব্যাঘ্র শাবকের দেহ

ভোপাল, ২ মে (হি. স.): ফের বাঘের দেহ উদ্ধার বান্ধবগড় থেকে। শনিবার মধ্য প্রদেশের উমারিয়া জেলার বান্ধবগড় ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন বনাঞ্চল থেকে একটি আট মাস বয়সি বাঘের দেহ উদ্ধার হয়। এনিয়ে গত একমাসে ৩টি বাঘের মৃত্যু হল সেখানে।

শনিবার সকালে নজরদারি চালানোর সময় বিষয়টি নজরে আসে বনকর্মীদের, এমনটাই জানিয়েছেন বান্ধবগড় ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ডিরেক্টর অনীল শুক্লা। শুক্রবার রাতে বড় কোনও জন্তুর আক্রমনে বাঘটির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান তাঁর। তবে করোনা আবহে মৃত্যুর কারণ জানতে বাঘের দেহের ময়নাতদন্ত করা হবে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

৩ বেড়ে রাজস্থানে করোনায় মৃত্যু ৬৫ জনের, সংক্রমিত ২৬৭৮

জয়পুর, ২ মে (হি.স.): রাজস্থানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। নতুন করে ১২ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৬৭৮। শনিবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, শনিবার রাজস্থানে নতুন করে ১২ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে।

আক্রান্ত ১২ জনের মধ্যে জয়পুরে ৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন, যোধপুরে ২ জন, আজমের-এ ১ জন, চিত্তোরগড়ে ১ জন, ঢোলপুরে ২ জন এবং কোটায় ১ জন আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৬৭৮-এ পৌঁছেছে। রাজস্থানে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের, জয়পুরে দু''জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং যোধপুরে একজনের মৃত্যু হয়েছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১১১৬ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ১৪৯৭ এবং মৃত্যু হয়েছে ৬৫ জনের।

প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

আটের পাতার পর

ব্র্যান্ড ও পরিষদ গঠন, চুক্তি ভিত্তিক চাষ ও কৃষি ক্লাস্টার গঠনের মধ্য দিয়ে 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া' কি করে তৈরি করা যায় বৈঠকে তা নিয়েও আলোচনা হয়। আমাদের কৃষকদের সুবিধের জন্য কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বজুড়ে সরবরাহ শৃঙ্খলের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী দেশের কৃষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে আরো চাঙ্গা করে তুলতে, কৃষি বিপননে স্বচ্ছতা আনতে কৃষক যাতে সর্বোচ্চ লাভবান হন সেই জন্য এফপিও গুলিকে আরো শক্তিশালী করে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের পছন্দ মত চাষ, ফসলের ভালো দাম পাওয়া এবংকৃষি বাজারগুলির জন্য বর্তমান আইন গুলির পর্যালোচনার উপর বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

দল সংগঠনের

তিনের পাতার পর

ডিএইচডি-র প্রাক্তন নেতা সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে নৃশংসভাবে খুন করার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দিলীপ নুনিসা এর সিবিআই তদন্তের দাবি জানান। পাশাপাশি মৃত সন্তোষ হোজাইয়ের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে শুক্রবার সন্তোষ হোজাইয়ের মৃতদেহ হাফলং সরকারি হাসপাতাল থেকে ময়না তদন্তের জন্য শিলচর শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানতে স্যাম্পল পাঠানো হবে ফরেনসিক ল্যাবে বলে জানা গিয়েছে। মৃত সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই সহ তিনটি শিশু সন্তান রয়েছে বলে।

আশা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দের

পাচের পাতার পর

সাংবাদিকরা সমাজের বিবেক। বিবেকে বিবেচনা থাকে। সেই বিবেচনা বলেই সাংবাদিকরা ভবিষ্যত-সমাজকে এগিয়ে নেবেন, এই আশা করি। সাংবাদিকদের সব পরামর্শ আমরা ধৈর্য ও গুরুত্ব সহকারে শুনেছি। ছাপা মাধ্যমের নিউজপ্রিন্ট (কাগজ), ম্যাগাজিন তথা সাময়িকী বাজারে চলছে না বলে সম্পাদকরা জানিয়েছেন। লকডাউনের মধ্যে রাজ্যে সাংবাদিকরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিনিয়ত সংবাদ সংগ্রহ করে চলেছেন। তাঁরা প্রশংসার পাত্র।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ তথা রাজ্যের এই দুর্যোগে সকলকে টিম হয়ে কাজ করতে হবে। সাংবাদিকরা এই লড়াইয়ে অশেষ কষ্ট করে সংবাদ সংগ্রহ করে চলেছেন, মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ।

আজকের আলোচনাসভায় দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে সনোয়াল বলেন, রাজ্যে কৃষি ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনও বাড়বে। বাড়বে উপার্জন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের অর্থনীতি সবল করতে ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। অত্যাবশ্যক সামগ্রী সহ জনসাধারণের যাতায়াতের ক্ষেত্রে পরিবহণ দফতর ৪৯,৪৬২টি গাড়ির চালাচ্ছে। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ এবং লকডাউন সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে বেশ কয়েকজন ধর্মীয় গুরু, বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাজনৈতিক দলের নেতা, অর্থনীতিবিদ, শিল্পী-কলাকুশলির সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করে বহু পরামর্শ নিয়েছেন বলে সাংবাদিকদের সঙ্গে আয়োজিত বৈঠকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মহামারি করোনা পরিস্থিতি সামলাতে শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক আইপিএস জিপি সিঙের নেতৃত্বে রাজ্যে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। তাঁরা দিন রাত এক করে পরিস্থিতি সামলাতে সুন্দর পরিকল্পনা তৈরি করে কাজে ঝাঁপিয়েছেন। বহিঃরাজ্যে আটক কর্মজীবী, শ্রমিক, ছাত্রছাত্রী, রোগী, পর্যটকরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিয়ম মেনে রাজ্যে আসতে পারবেন, জানান সর্বানন্দ সনোয়াল। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বাইরে যাঁরা আটকে আছেন সকলকেই নিয়ম মেনে প্রশাসনকে কোভিড-১৯ টেস্ট রিপোর্ট দেখিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরও বলেন, করোনা ভাইরাসজনিত জটিল পরিস্থিতিতে রাজ্যের সাধারণ মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে তৃতীয় মেয়াদের লকডাউন মেনে চলেছেন। তাই ৪ মে থেকে দু সপ্তাহের লকডাউনও রাজ্যবাসী মানবেন বলে আশা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, লকডাউনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিথিলতা করা হলেও সামাজিক ব্যবধানই হচ্ছে আসল কথা। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় সোশ্যাল ডিসটেন্স অবশ্যই পালন করতে হবে সকলকে।

রোগ এক, প্রশ্ন অনেক

দুইয়ের পাতার পর

কর্মক্ষেত্রে কাজের সময় কিভাবে পালন করা হবে সামাজিক দূরত্ব এবং সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বিধি? মল, রেস্তোরা ও ফাস্ট ফুড সেন্টারে কিভাবে জমবে ভিড় চলবে খাওয়া দাওয়া? প্রেম, আড্ডা, অভিনয় ও বিনোদন জগতটাকেই কী বদলে দেবে 'সামাজিক দূরত্ব' এর অনিবার্য বিধিনিষেধ? কেমন হবে সে বছরভোর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, মিটিং মিছিল, ভোট পর্ব? সত্যি, এই মুহূর্তে আমরা কেউই জানি না একটা ভাইরাস কিভাবে বদলে দিতে পারে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সংজ্ঞা। লকডাউনের এই সময়টা অবশ্য কিছু নমুনা আমাদের দিচ্ছে। তবে নিশ্চিতভাবেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগামী দিনে বিশেষ মাত্রা পেতে চলেছে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি। গোটা পৃথিবী হাড়ে হাড়ে বুঝতে তার প্রাথমিকতার ক্ষেত্রটি। তবে যা নির্দিষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না, তা হলো কিভাবে চাঙ্গা হবে শুয়ে পড়া অর্থব্যবস্থা। কৃষি থেকে তথ্য প্রযুক্তি-কোনো অংশই এড়াতে পারছে না করোনার ছোবল...। মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে তার রুটি রুজির ব্যবস্থা করা সমস্ত দেশের কাছেই আজ সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে কার্যকর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান এবং অন্যদিকে সামাজিক দূরত্ব সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় সতর্কতা বজায় রেখে কিভাবে, কোন পথেএই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা হবে সেই জটিল প্রশ্নের উতত্র খুঁজছে মানুষ.... পৃথিবীর তাবত রাষ্ট্রনায়কেরা। কিন্তু উপায় নেই ধৈর্য ধরতেই হবে, কারণ সব প্রশ্নের উত্তর যে লুকিয়ে রয়েছে সময়ের গর্ভে। তবে যতই The science is fast, but the virus is faster হোক না কেন, কচ্ছপ (বিজ্ঞান) আর খরগোশের (ভাইরাস) এই দৌড়ে শেষ পর্যন্ত কচ্ছপই জিতবে । না অন্তত এ বিষয়ে আর এই মুহূর্থে কোনো প্রশ্ন নয়। ভরসা থাকুক মানুষের শুভচিন্তা ও বিজ্ঞানের উপর যা সভ্যতাকে এতদিন আলো দেখিয়ে আসছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শনিবার অন্বেষা শান্তনীড় ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ছাড়

● প্রথম পাতার পর

আমবাসা বিএসএফ ক্যাম্পের দুই জোয়ানের মধ্যে করোনা সংক্রমণ পাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী সবাইকে আরও বেশি সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যারা বহিঃরাজ্য থেকে ধাপে ধাপে ফিরে আসবেন, তাদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা করার পর ছাড়া হবে। একই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বহিঃরাজ্য থেকে আসা পণ্যবাহী লড়ির ড্রাইভারদের ক্ষেত্রেও।

ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেরার ওপারে যারা কৃষি কাজ করছেন, তাদের স্বার্থে খুব শীঘ্রই স্থানীয় প্রশাসন ও বিএসএফের মাধ্যমে গেইট খুলে দেবার ব্যবস্থা করা হবে। যাতে কৃষকরা ফসল তুলে আনতে পারেন ও কৃষিকাজ করতে পারেন। তবে তাদের বেরার ওপারে যাবার ক্ষেত্রে এবং ফেরার ক্ষেত্রে স্ক্রিনিং করা হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে কৃষকদের বাংলাদেশী নাগরিকদের সাথে মেলামেশা করার বিষয়ে সতর্ক করে দেন ।ত্রুটি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট কৃষকের বিরুদ্ধে মামলা হতে পারে বলেও জানান তিনি।

পঞ্চায়েত সেক্রেটারিদের বলেন কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেছে কিনা তা নিশ্চিত করতে। উজ্জ্বলা যোজনা ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ভোক্তাদের কাছে তিন মাসে তিনটি গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দেবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্যাস এজেন্সি কে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ শুরু হচ্ছে রাজ্যের ছোট ইন্ডাস্ট্রিগুলিতেও। আগামী দিনে কিভাবে উৎপাদন দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ পর্যন্ত বাড়ানো যায়, সেই চিন্তা ধারা নিয়ে কাজ করার আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন সাবরুমে লজস্ট্রিক হাবের কাজ শুরু হচ্ছে। চীন থেকে ভারতের দিকে ফিরছে শিল্পোদ্যোগীরা। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় এই সুযোগটা ত্রিপুরা কাজে লাগাতে চায় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

করোনা প্রতিরোধে বয়স্ক ও শিশুদের প্রতি সবাইকে আরও যত্নবান থাকার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সতর্কবার্তার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, মে মাসের মাঝামাঝি থেকে করোনার প্রকোপ বাড়তে পারে। তাই সবাইকে অপ্রয়োজনে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলার আহ্বান রেখে, এদিনও করোনা প্রতিরোধে ত্রিপুরা বাসির সাহায্য কামনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার রাঙাপানিয়া এলাকার রামছড়া পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

স্থানীয়দের বক্তব্য, কমল দেবনাথ অধিকাংশ সময় মদমত্ত অবস্থায় থাকতেন। এলাকায় তার বদনামও ছিল। আজ সকালে স্থানীয় লোকজন জমির ড্রেনে রক্ত মাখা দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বিশালগড় থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, কমল দেবনাথের শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এমন-কি মাথায় শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। ওই যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, নাকি খুন হয়েছেন পুলিশ তদন্ত করছে বলে জানিয়েছে।

এদিকে, গান্ধীগ্রাম এলাকায় বিএসএফ ক্যাম্পের পাশে এক মহিলার ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই মহিলার নাম আসেইম মেরী দেবী (৪০)। বাড়ি মণিপুরে। বিএসএফ ক্যাম্পের এক স্বাস্থ্যকর্মীর পরিচিত। লকডাউনের আগে তিনি এখানে এসেছিলেন। গতকাল রাতে আচমকা তিনি ওই স্বাস্থ্যকর্মীর আবাসন থেকে বেড়িয়ে যান। শনিবার সকালে তাঁর মৃতদেহ ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় ক্যাম্পের পাশের জঙ্গলে দেখতে পান এলাকার লোকজন। সাথে সাথেই খবর দেয়া হয় এয়ারপোর্ট থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা তার মেয়ের সাথে শুক্রবার রাতে ফোনে কথা বলেছিল। মা ও মেয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। তারপরও ওই মহিলা ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়। অনুমান করা হচ্ছে তিনি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন।

হটস্পট

● প্রথম পাতার পর

মোট ৩৮২জন এসেছেন। আজ শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, পণ্যবাহী গাড়ির চালক ও সহচালক ২৯৩জন, চিকিৎসা করে ফিরেছেন ৪৫জন এবং বহিঃরাজ্যে আটকে ছিলেন ৪৩জন আজ চুড়াইবাড়িতে এসেছেন। তাদের মধ্যে করোনা হটস্পট থেকে যারা এসেছেন এমন ১১জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। ওই ১১জন সহ ১১৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

এদিকে, গতকাল ৭৪জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ২৩জনের রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় তাদেরকে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, চুড়াইবাড়ি অসম- ত্রিপুরা সীমান্ত এলাকার আশেপাশে ৬৩৬জন কোয়ারেন্টাইনে থাকার মতো ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংবর্ধনা

আটের পাতার পর

নিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শম্পা সরকার চৌধুরী এই মুহূর্তে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। সাফাই কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন যেকোনো প্রয়োজনে আপনারা আমাকে খবর দেবেন আমরা আপনাদের পাশে থাকব। অনুষ্ঠানে সাফাই কর্মীদের হাতে গোলাপ ফুল, শংসাপত্র ও মাস্ক বলে দেওয়া হয় তুলে দেওয়া হয়।

গ্যাস বিতরণ

আটের পাতার পর

বিধানসভার বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক, শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং ও স্থানীয় নেতৃত্ব বৃন্দরা। ঘটাকরে গ্যাস বিতরনি অনুষ্ঠান করলেও সমগ্র অনুষ্ঠানে এক বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টিহয়। গ্যাস বিতরনি অনুানে সকলের মধ্যে কোনো প্রকার সামাজিক দুরত্বছিলোনা। অপরদিকে অধিকাংশ লোকজন মাস্ক পরিধান করেননি। এনমটাই চিত্র লক্ষ্যকরাযায়।

রাজ্য সরকার

● প্রথম পাতার পর

গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিকিৎসার আওতায় নেওয়া হবে। তবে, নেগেটিভ এলে তাঁকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তিনি দেশের যে জেলায় যেতে চান, সেই জেলা প্রশাসনকে অবগত করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নন হটস্পট' এলাকা থেকে আসলে করোনা সংক্রমণের লক্ষণের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যাদের শরীরে লক্ষণ দেখা দেবে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে নেওয়া হবে এবং নমুনা পরীক্ষা করা হবে। তবে, কোনও লক্ষণ দেখা না দিলে পরবর্তী প্রতিটি গাড়ির চালক বা সহকারীর পর্যায়ক্রমে নমুনা পরীক্ষা করা হবে এবং যে জেলায় যেতে চান যেতে দেওয়া হবে। তবে সকলের ক্ষেত্রেই মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হবে।

তাঁর কথায়, উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলার বিভিন্ন ছাত্রাবাসে বর্তমানে ৬৩৬ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া তিনি জানান, ত্রিপুরার নাগরিক বহিঃরাজ্যে রয়েছেন, এমন ব্যক্তির মধ্যে ৬,০০০ জন আর্থিক সাহায্য চেয়ে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। ত্রিপুরা সরকার ৪,৩৪৭ জনকে সহায়তা দিয়েছে। খরচ হয়েছে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। আরও ১,০০০টি আবেদন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ৪,২৭০ জন আন্তঃরাজ্য যাতায়াতের পাস পাবার আবেদন জানিয়েছেন। তার মধ্যে রাজস্থানের কোটা থেকে ২৩০ জন, আগ্রা থেকে ৪৮ জন, চেন্নাই থেকে ৭৬ জনের পাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও ৫৩ জনের আবেদন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

নির্দেশিকায় বাংলাদেশে পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে জিরো পয়েন্টে গাড়ি দাঁড় করাতে হবে। তার পর দুই দেশের গাড়ি থেকে পণ্য ওঠা-নামা করতে পারবে। তাই, গতকাল বিএসএফের পদস্থ আধিকারিক এবং মহকুমাশাসকের সাথে আলোচনার মাধ্যমে স্থলবন্দর দিয়ে রফতনির পদ্ধতি স্থির করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখন থেকে শ্রীমন্তপুর স্থলবন্দর দিয়ে পণ্য রফতানিতে জিরো পয়েন্টে গাড়ি দাঁড়াবে। তবে আমদানির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থানেই গাড়ি ঢুকবে। কিন্তু গাড়ির চালক নামতে পারবেন নাউ তাছাড়া, বাংলাদেশের পণ্যবাহী গাড়ি স্যানিটাইজ করার পর ত্রিপুরায় ঢুকতে দেওয়া হবে, বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সুতারকান্দি স্থলবন্দরের ওই পদ্ধতি পেট্রাপোল স্থলবন্দরও অনুসরণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, বাংলাদেশে কোনও ট্রাক পণ্য নিয়ে গেলে ওই গাড়ির চালক ও সহ-চালককে ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইন থাকতে হবে। ফলে প্রচুর গাড়ি পেট্রাপোল স্থলবন্দরে আটকে পড়েছিল। সম্প্রতি জিরো পয়েন্টে দুই দেশের গাড়ি দাঁড় করে পণ্য আমদানি-রফতানির কাজ চলছে। তাতে দীর্ঘদিনের ওই জট খুলে গেছে।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

আটের পাতার পর

বি এস এর কর্মীরা। আজ বিকেল ৪ ঘটিকায় শান্তির বাজার মহকুমার নারাইফাং দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয় মাঠে নারাইফাং এলাকায় দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী লোকজনদের হাতে খাদ্য সামগ্রী ও মাক্স তুলেদেয় ৩১ নং ও ৬৬ নং বেটেলিয়াম এর কর্মরত বি এস এফ কর্মীরা। আজকের এই খাদ্য সামগ্রী ও মাক্স বিতরনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডি আই জি জামাল আহম্মেদ, ৩১ নং বেটেলিয়াম বি এস এফ এর কমানডেন্ট রাজীব কুমার, ৬৬ নং বেটেলিয়াম বি এস এফ এর কমানডেন্ট দীনেশ কুমার ও বি এস এফ এর অন্যান্য জোওয়ানরা। বি এস এফ এর এইধরনের উদ্দ্যোগে সকলে খুবই খুশি।

বর্তমানে সমগ্র দেশজুরে চলছে লকডাউন পক্রিয়া। এই লকডাউন চলাকালিন যাতে করে কোনো লোকজন অভুক্ত না থাকে তার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে শুভবুদ্ধী সম্পন্ন লোকজন। এরইমধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ শান্তির বাজার বিভাগীয় কমিটির উদ্দ্যোগে চতুর্থ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে শান্তির বাজার পৌর এলাকার গরীব লোকজনদের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করে। এই খাদ্য সামগ্রী বিতরনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের মহকুমা সম্পাদক সমর সরকার, পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, শান্তির বাজার মন্ডল সভাপতি অশোক সেন ও কর্মচারী সংঘের অন্যান্য সদস্যগন। অপরদিকে জোলাইবাড়ী মন্ডলের পৃষ্ঠা প্রমুখদের উদ্দ্যোগে ১০ টি বি সি এর মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করাহয়। পৃষ্টা প্রমুখদের উদ্দ্যোগে প্রত্যন্ত এলাকায় এডিসি ভিলেজের লোকজনদের সাহায্যের হাত বারিয়ে দেওয়াহয়েছে। জোলাইবাড়ী মন্ডল কতৃক আয়োজিত আজকের এই খাদ্য সামগ্রী বিতরনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি তমাল বৈদ্য, বিজেপির দক্ষিন জেলার সম্পাদক বিকাশ বৈদ্য, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়ে সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ। আজকের খাদ্য সামগ্রী বিতরনি অনুষ্ঠানে সংবাদ মাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে মন্ডল সভাপতি তমাল বৈদ্য জানান উনাদের এইধরনের উদ্দ্যোগ আগামীদিনেও জারি থাকবে ।লকডাউন শুরু হবার পরথেকে যাত্রী বাহী গাড়ী না থাকার কারনে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসারত রুগির আত্মীয় পরিজনরা বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিত হতে হয়েছিলো। রাজ্য সরকার থেকে জানানো হয়েছিলো এইসকল রুগির আত্মীয় পরিজনদের আরক্ষা প্রসাশন থেকে খাবার পৌঁছে দেওয়াহবে। কিন্তু শান্তির বাজারে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের উদাসিনতার কারনে এই সকল লোকজন কিছুদিন অভুক্ত অবস্থায় ছিলো। এই সংবাদ প্রকাশের পর মহকুমা শাসক শান্তির বাজার ব্যাবসায়ীদের দারস্ত হন। অবশেষে মহকুমা শাসকের অনুরোধে শান্তির বাজারের ২৫ জন ব্যাবসায়ী মিলে লকডাউন ঘোষনার কয়েকদিন পরথেকে হাসপাতালে রুগির আত্মীয় পরিজনদের খাওয়ানো শুরু করে। জানাযায় আগামী কাল পর্যন্ত উনাদের এই পরিষেবা জারি থাকবে। এইব্যাপার সংবাদ মাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে ব্যাবসায়ী গোপাল বনিক জানান এখন পর্যন্ত উনারা প্রায় ১৩০০ লোকের খাবার পরিবেশন করেছেন। অপরদিকে ব্যাবসায়ীদের এইধরনের উদ্দ্যোগে ধন্যাবাদ জানিয়েছেন জেলা হাসপাতালের এম এস জে এস রিয়াং। এখন দেখার বিষয় লকডাউনের তৃত্বীয় পর্যায়ে রুগির আত্মীয় পরিজনদের খাবার প্রদানে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

খেলা

জন্মদিনে লারাকে শুভেচ্ছা জানালেন শচিন

মুম্বই, ২ মে (হি. স.) : জন্মদিনে ব্রায়ান লারাকে শুভেচ্ছা জানালেন শচিন তেন্ডুলকর। লারার জন্মদিনে শচিন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষ বার্তা পোস্ট করেন।

শনিবার ৫১ বছরে পা দিলেন ব্রায়ান লারা। স্বাভাবিকভাবেই জন্মদিনে শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন ক্রিকেটের রাজপুত্র। প্রিয় প্রিন্সকে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি শচিন তেন্ডুলকর। লারার জন্মদিনে সচিন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিশেষ বার্তা পোস্ট করেন। এদিন টুইটারে মাস্টার ব্লাস্টার লেখেন, 'আমার বৃষ রাশির বন্ধুকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তোমার সঙ্গে সাম্প্রতিক কাটানো সময়টা দারুণ ছিল প্রিন্স। দারুণ কাটুক জন্মদিন। শীঘ্রই তোমাকে দেখার অপেক্ষায় রয়েছি। ভালো থেকো।'

প্রসঙ্গত, করোনা মহামারির প্রকোপে খেলাধুলোর আসর বন্ধ হওয়ার সময় শচিন ও লারা একে অপরের বিরুদ্ধে রোড সেফটি ক্রিকেট সিরিজে মুখোমুখি হয়েছিলেন। —হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

তোমাদের মতো ভাগ্যবান নই আমরা, ব্রেট লিকে রোহিত

লকডাউনের এই দুঃসময়ে খেলা ছেড়ে অনেক দূরে ক্রিকেটারেরা। আছেন ঘরবন্দী। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে আর কবে মাঠে ফিরতে পারবেন খেলোয়াড়েরা, তা জানা নেই কারও। এই বন্দী জীবনে অনেকেই ফিটনেস ধরে রাখার জন্য অনুশীলন করছেন বাড়িতে। তবে একটু বড়সড় জায়গায় অনুশীলন করা কিংবা ইনডোরে খেলার প্রশ্নই ওঠে না ক্রিকেটারদের। বিশেষ করে উপমহাদেশের ক্রিকেটারদের জন্য এই কাজটা বেশ কঠিনই হয়ে গেছে। আর এই কারণেই কিনা ভারতীয় ওপেনার রোহিত শর্মা ব্রেট লিকে ভাগ্যবান বলছেন। বাস্তবতা হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ানদের মতো অনেক জায়গা নিয়ে বাড়ি নেই তাঁদের। ফ্ল্যাটের মধ্যে সেভাবে ক্রিকেট খেলার সুযোগ মিলছে না রোহিতের।স্টার স্পোর্টস ক্রিকেট কানেক্টেড শোয়ে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার ব্রেট লির কাছে তাই খানিকটা আফসোসের সুরে বললেন রোহিত,"আমি যদি যথেষ্ট জায়গা পেতাম তাহলে ইনডোর ক্রিকেট খেলতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুম্বাইয়ে জায়গা খুব অল্প। এবং এমন অ্যাপার্টমেন্টেই আটকে থাকতে হয় আমাদের। আমরা অবশ্য তোমাদের মতো অতটা ভাগ্যবান না যে নিজেদের বাড়ির উঠোনে খেলতে পারি।"অবশ্য তাই বলে একেবারে হাত পাও গুটিয়ে বসে নেই এই মারকুটে ব্যাটসম্যান। নিজের ব্যালকনিতে আপাতত অনুশীলনটা সারছেন, "মুম্বাইয়ে নিজের একটা উঠোন থাকবে, এমন বাড়ি পাওয়া খুবই ব্যয়বহুল ব্যাপার। আমি একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকি এবং খুবই ভাগ্যবান যে এখানে ছোট হলেও একটা ব্যালকনি আছে। আমি সেখানে নিয়মিত দৌড়াচ্ছি এবং আমার ট্রেনারের দেওয়া কিছু নির্দেশনা পালন করছি। অল্পের মধ্যেই যা পারছি করার চেষ্টা করছি।"রোহিত আশাবাদী খুব দ্রুতই করোনাভাইরাসের শঙ্কা থেকে মুক্ত হবে বিশ্ব। এরপর সবকিছু খুলে দেওয়া হবে। আগের মতোই পৃথিবীটা ফিরবে ছন্দে, " আশা করি অচিরেই খুলে যাবে জিম এবং সেখানে যেতে পারব আমরা।"

লকডাউনে দুঃস্থ প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন কপিল-সুনীল

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি. স.) : করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত গোটা দেশ। চলছে লকডাউন। এই লকডাউনের জেরে বিপাকে পড়া ক্রিকেটারদের সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন দুই প্রাক্তন কিংবদন্তী সুনীল গাভাসকার ও কপিল দেব। সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন গৌতম গম্ভীর ও গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথও

দুঃস্থ প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সাহায্যে উদ্যোগী হয়েছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন অধিনায়ক কপিল দেব ও সুনীল গাভাসকার। তাঁরা ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে মিলে ৩০জন ক্রিকেটারকে আর্থিক সাহায্যের উদ্যোগ নিয়েছেন।এমনটাই জানিয়েছেন সংগঠনের সভাপতি অশোক মালহোত্রা।

আইসিএ ইতিমধ্যেই ৩৯ লক্ষ টাকার ফান্ড যোগার করেছে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সাহায্যের জন্য। তারা আগেও সাহায্য করেছে। অশোক মালহোত্রা বলেন, 'সুনীল গাভাসকার, কপিল দেব, গৌতম গম্ভীর ও গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। এতে আমরা আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারব।'

উল্লেখ্য, আইসিএ-তে ১৭৫০ জন প্রাক্তন ক্রিকেটারের নাম নথিভূক্ত রয়েছে। অশোক জানান, যেসব ক্রিকেটার কর্মহীন, বিসিসিআই বা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা থেকে যাঁরা কোনো পেনশন পান না তাঁদের সাহায্য করা হবে।

বলে থুতু লাগানো নিষিদ্ধ করল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড

সিডনি, ২ মে (হি. স.) : মাঠে খেলা চলাকালীন পেসাররা আর কখনও বলের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার জন্য থুতু কিংবা লালা ব্যবহার করতে পারবে না। এমনই নির্দেশ দিল অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) পক্ষ থেকে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে।অস্ট্রেলিয়ার ফেডারেল সরকারের স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মেনেই এই নির্দেশনা জারি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিএ। একই সঙ্গে এ বিষয়ে একটা ফ্রেমওয়ার্ক প্রকাশ করা হবে বলেও জানিয়েছে তারা। টেস্ট ক্রিকেটে মুখের থুতু কিংবা লালা দিয়ে বলের একপাশ উজ্জ্বল করেন পেসাররা। থুতু কিংবা লালার মাধ্যমে রোগ-জীবানু ছড়াতে পারে, এই শঙ্কা থেকে টেস্ট ক্রিকেটে দীর্ঘদিনের এই অভ্যাসটাকে বন্ধ করে দিতে চায় আইসিসি। পরিবর্তে বিকল্প কোনো পদ্ধতিতে বলের উজ্জ্বলতা বাড়ানো যায় কি না সে পরিকল্পনা নিয়েই এগোচ্ছে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থাটি। ইএপিএন ক্রিকইনফো জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার ইনস্টিটিউট অব স্পোর্টস (এআইএস) বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, স্পোর্টস বডি এবং ফেডারেল ও স্টেট সরকারের প্রতিনিধিদের মতামত নিয়েছে। সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে একটা গাইডলাইন তৈরি করা হচ্ছে।

ত্রিপুরা সরকার
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনায় উজ্জ্বলা গ্রাহকদের বিনামূল্যে তিনটি এলপিজি সিলিন্ডার প্রদান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এটা দপ্তরের নজরে এসেছে যে, যদিও প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যান যোজনায় সকল উজ্জ্বলা গ্রাহকদের জন্য এপ্রিল,২০২০ থেকে জুন,২০২০ এই তিন মাসে বিনামূল্যে ৩টি এলপিজি সিলিন্ডার বরাদ্দ করা হয়েছে, তথাপি আমাদের রাজ্যের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রাহক প্রথম গ্যাস সিলিন্ডারের মূল্য বাবদ অর্থ অগ্রিম পাওয়া স্বত্বেও এপ্রিল,২০২০ মাসের মধ্যে তাদের প্রাপ্য সিলিন্ডারটি এজেন্সি থেকে ডেলিভারি নেননি । পাশাপাশি, কিছু কিছু সংখ্যক গ্রাহকের তাদের নিজ নিজ ব্যঙ্ক অ্যাকউন্টের সঙ্গে আধারকার্ডের সংযুক্তিকরণ না থাকায় তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকউন্টে প্রথম সিলিন্ডারের জন্য বরাদ্দ প্রাপ্য অগ্রিম অর্থ এখনও প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

২. এখানে উল্লেখ্য যে, কোন গ্রাহক যদি তার জন্য বরাদ্দ প্রথম সিলিন্ডারটির ডেলিভারি না নেন, তবে তিনি দ্বিতীয় সিলিন্ডারটির মূল্য বাবদ অগ্রিম অর্থ পাবেন না এবং অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সিলিন্ডারটি না নিলে তৃতীয় সিলিন্ডারটির মূল্য বাবদ অর্থ পাবেন না। আর যারা একটি সিলিন্ডারও নেবেন না, তারা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সিলিন্ডারটির মূল্য বাবদ অগ্রিম অর্থ পাবেন না এবং এই যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবেন।

৩. তাই রাজ্যের সকল উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন তাদের জন্য বরাদ্দ সিলিন্ডারগুলো বাবদ অগ্রিম অর্থ পাওয়ার সাথে সাথে তাদের প্রাপ্য সিলিন্ডার এজেন্সি থেকে ডেলিভারি নিয়ে নেন এবং যে সকল গ্রাহকরা সিলিন্ডারের মূল্য বাবদ প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ এখনও পাননি তারা এই যোজনার সুবিধা ভোগ করার জন্য অতি স্বত্বর তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকউন্টের সঙ্গে আধারকার্ডের সংযুক্তিকরণ করিয়ে নেন।

(তপন কুমার দাস)
অতিরিক্ত সচিব ও অধিকর্তা
খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর

ICA/D-060/2020-21

CORRIGENDUM

Due to unavoidable circumstances, Press Notice Inviting e-Tender 1No.06/EE/WRD /VI/ KLS / e-tender/ 2019-20, communicated Vide this office No. No.F.6(89)/EE/WRD/VI/ KLS/ 3796-3822 Dt. 04-03-2020 and subsequent memorandums 'communicated Vide this office No. No.F.6(89)/EE/WRD/VI/ KLS/396I-88 Dt. 20-03-2020 and 4041-68 dt. 31-03-2020 in response to Tender (1) ID No. 2020SEWR_9074_1, (2) I D No. 2020_CEWR_9057_1, (3) ID No. 2020_CEWR_9080_1 and (4) Ill No. 202(1 CHWR._9005_1, the bidding date extended upto 3-00 pm on 06-05-2020 and opening date extended at 4-00 pm on 06-05-2020 respectively. Other terms and condition of the NIeT will remain unchanged.

(FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA)
Executive Engineer, Water Resource Division No.VI, Kailashahar, Unokoti Tripura.

ICA/C-125/2020-21

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-01/EE/ RDAD/2020-21 Dt. 30/04/2020 The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 20/05/ 2020 for the following works: (1) "Renovation of Nabagraha Devata Bari Temple, krishnanagar,Agartala". ECV: Rs. 2,14,725.00 (2) "Permanent Internal Electrification of newly constructed computer room cum Multipurpose common room at first floor Narsingarh". ECV: Rs. 5,23,995.00 (3) "Construction of Kishan Shed with 2 (two) unit Toilet Block and OHP at Nischintapur BOP under Dukli R.D. Block" (2" Call). ECV: Rs. 4,78,838.00 (4) "Construction of Kishan Shed with 2 (two) unit Toilet Block and OHP at Rayermura BOP under Dukli R.D. Block" (2" Call). ECV: Rs. 4,78,838.00 (5)"Providing brick soling road from Debu Choudhury land to Naba Dulal Baishya house at Kanchanmala GP under Dukli R.D. Block, West Tripura"(51h call), ECV: 3,75,587.00 (6) "Upgradation of)alit Bazar Health Sub Centre to Health & Wellness Centre under Mandwi RD Block" (2" Call). ECV: Rs. 6,79,396.00 Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https:// tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum I will be available in the website only.

Executive Engineer RD Agartala Division Gurkhabasti, Agartala

ICA/C--133/2020-21

No. F.2 (610) - MED/GEN/AB-PMJAY/ 2018-19
Dated, Agartala the 2020

CORRIGENDUM

With reference to tender id no No.F.2 (610)/MED/GEN/AB-PMJAY/2018-19 date 29-02-2020 for supply of MEDICINE ITEM AGMC & GBPH the last date of submission has been extended up to 29th MAY 2020. Also few medicines have been added in the list of NIT. Revised list may be collected from the MS Office in NHM section (Ground floor) on or before due date.

Executive cum Member Secretary
Rogi Kalyan Sarnity (RKS) Medical Superintendent & Head of Offico.
AGMC& GBP Hospital, Agartala Tripura

ICA/C-117/2020-21

CORRIGENDUM

Name of work:- Providing, Installation and commissioning of 01(one) no Electrical Traction Type 20 nos. passenger capacity, (Near Labour room) G+2 lift after dismantling of existing 01(One) no lift (UT Make) at 0 IGM Hospital Building, Agartala (2nd Call) The last date & time for document downloading and bidding is hereby further extended up to 20th May, 2020 at 15.00 instead of 1st May'2020 at 15.00 hrs. against this office PNIe-T No 25/EE/PNIe-T/MECH-DIVN/AGT/2019-2020 Dated: 03-2020 and circulated under this office memo no F.EEM/TS/7(10)/2017-18/16685-746 dated 21-03-2020 due unavoidable circumstances. The last date & time of opening of bid is also further extended up to 20th May, 2020 at 15.30 hrs instead of 15' May'202C 15.30 hrs due to unavoidable circumstances. The other contents of above PNIe-T will remain unchanged.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

(For & on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer Mechanical Division Agartala, Tripura

ICA/C-119/2020-21

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

অসমে অজানা রোগে শূকরের মৃত্যু, বাড়তি সতর্কতা ত্রিপুরায়

আগরতলা, ২ মে (হি. স.) : অসমে অজানা রোগে শূকরের মৃত্যুর ঘটনায় সতর্কতা অবলম্বন করেছে ত্রিপুরাও। কারণ, ইতিমধ্যে অসম ছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুনাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর এবং সিকিম শূকর বেচা-কেনায় নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সে-মোতাবেক ত্রিপুরা সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতর শূকর পালকদের সতর্ক করেছে। পাশাপাশি, শূকর আমদানি ও রফতানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

এ-বিষয়ে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতর-র অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা বলেন, ত্রিপুরায় এখনো অজানা রোগে শূকরের আক্রান্তের কোন খবর আসেনি। তবুও, বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, শূকর পালকদের সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, ত্রিপুরায় ওই ধরনের রোগের সনাক্তকরন সম্ভব নয়। তাই, শূকর আমদানি এবং রপ্তানি-তে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তিনি বলেন, অসমে ওই রোগে আক্রান্ত শূকরের মৃত্যু হয়েছে। সে-ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় শূকর আমদানি না হয়, সে-বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, সরকারিভাবে শূকর আমদানি না হলেও, অনেকেই বেসরকারিভাবে শূকর আমদানি করছে। তাতে, চূড়াইবাড়ি কিংবা ত্রিপুরা-মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে শূকর আমদানি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই, কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

এদিকে, প্রাণী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিতক ডা: পূর্ণেন্দু নারায়ন রও-র মতে, ওই অজানা রোগ নিয়ে ত্রিপুরায় চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ, ত্রিপুরায় ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় শূকরের টিকা দেওয়া হয়। তাছাড়া, শূকর প্রজননে ত্রিপুরা সয়ম্ভর। ফলে, বহি:রাজ্য থেকে শূকর আমদানির প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন না তিনি। তাঁর কথায়, শূকরের বাচ্চা কিংবা খাবার, কোন কিছুরই জন্যই ত্রিপুরা বহি:রাজ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। তবে, বিদেশ থেকে শূকরের বাচ্চা আমদানি করে ত্রিপুরা। তাতে, সমস্ত রকম পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর ওই শূকর বাচ্চা ব্যবহারে অনুমতি পাওয়া যায়, বলেন তিনি। সে-দিক দিয়ে বিচার করা হলে, ত্রিপুরা অনেকটাই সুরক্ষিত অবস্থানে রয়েছে। তাঁর মতে, ত্রিপুরা এখন কেন্দ্রীয় সরকার-র দেওয়া নির্দেশিকা মেনে চলবে। পাশাপাশি পরিস্থিতির উপর কঠোর নজর রাখবে।

প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চলতি ইংরেজি বছরের জানুয়ারিত-তে অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রচুর শূকরের মৃত্যু হয়েছিল। সম্প্রতি অসমে অজানা রোগে শূকরের মৃত্যু হচ্ছে। অসম সরকার ইতিমধ্যে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ভূপাল পাঠিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনায় মৃত্যু দু''জনের, চিনে সংক্রমিত মাত্র একজন

সিওল ও বেজিং, ২ মে (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও দু''জনের। এছাড়াও সংক্রমিত হয়েছেন ৬ জন। ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল ২৫০ জন এবং সংক্রমিত ১০,৭৮০ জন।

দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে দু''জনের মৃত্যু হলেও, চিনে মৃত্যু পুরোপুরি থেমে গিয়েছে। চিনে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র একজন এবং মৃত্যু কারও হয়নি।

আমি কিছু বলতেই চাই না, কিমের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২ মে (হি.স.): উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন-এর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কোনও আগ্রহ নেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। তাই কিমের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলতে নারাজ ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত কয়েকদিন ধরে বিশ্বজুড়ে জল্পনা চলছে উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন হয়তো গুরুতর অসুস্থ অথবা মারা গিয়েছেন। কিমের শারীরিক অবস্থা প্রসঙ্গেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। ট্রাম্প জানিয়ে দেন, "এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।"

এদিকে, যাবতীয় জল্পনার মধ্যেই ১ মে জনসমক্ষে এসেছেন উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন। উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে এমনই দাবি করা হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার (১ মে) পিয়ংইয়ংয়ের উত্তরে সুনচন-এর একটি ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন কিম। অনুষ্ঠানে রিবনও কেটেছিলেন উত্তর কোরিয়ার শাসক।

সমস্ত জল্পনার অবসান, প্রায় ৩ সপ্তাহ পর জনসমক্ষে এলেন কিম জং উন

পিয়ংইয়ং, ২ মে (হি.স.): মোটেই অসুস্থ নন, বরং সুস্থ অবস্থাতেই বেঁচে রয়েছেন উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং উন। বিশ্ব জুড়ে কিমকে নিয়ে নানা জল্পনার মাঝেই, প্রায় তিন সপ্তাহ পর জনসমক্ষে এলেন উত্তর কোরিয়ার শাসক। বিশ্ববাসী যাতে গুজবে কান না দেয়, সে জন্য কিমের জনসমক্ষে আসা ছবিও প্রকাশ্যে এনেছে উত্তর কোরিয়া।

বেশ কিছু দিন ধরেই সমগ্র বিশ্বজুড়ে জল্পনা চলছে কিম জং উন হয়তো গুরুতর অসুস্থ, অথবা মারা গিয়েছেন। যাবতীয় জল্পনার মধ্যেই প্রায় ২০ দিন পরে জনসমক্ষে এলেন কিম জং উন। উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার (১ মে) পিয়ংইয়ংয়ের উত্তরে সুনচন-এর একটি ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন কিম। অনুষ্ঠানে রিবনও কেটেছিলেন উত্তর কোরিয়ার শাসক।

আজ গোটা বিশ্ব যখন করোনা মহামারিতে আক্রান্ত। এর মাঝে আগতলায় এক শিল্পী তার রং-তুলির টানে তুলে ধরলেন এক অন্যরূপে করোনা ভাইরাস কিভাবে গোটা বিশ্বকে গ্রাস করছে। ছবি- নিজস্ব।

রাষ্ট্র পুর্নগঠনে মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম স্বরাজের ভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক : রাম বাহাদুর রাই

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি. স.): মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম স্বরাজের নীতি করোনার পরে রাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে সহায়তা করবে বলে জানিয়েছেন ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় কলা কেন্দ্রের সভাপতি ও প্রখ্যাত সাংবাদিক রাম বাহাদুর রাই।

শনিবার ভারতীয় শিক্ষণ মন্ডলের ফেসবুক পেজে লাইভে এসে নিজের বক্তব্য রাখতে গিয়ে পদ্মশ্রী প্রাপ্ত বর্ষীয়ান এই সাংবাদিক জানিয়েছেন, রাষ্ট্রব্যবস্থা একটা বৃহৎ উপন্যাসের মতো যেখানে অনেকগুলো চরিত্র রয়েছে। বহু ছোট ছোট গল্প রয়েছে। সমাজের চিত্র যেরকম উপন্যাস থেকে পাওয়া যায়। তেমনি রাষ্ট্রের চিত্র সমাজ নির্ভর। রাষ্ট্র পূনর্গঠনের ভাবনা স্বাধীনতার আগে ১৯২৩ সালে প্রথমবার উত্থাপন করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং ভগবান দাস।

এই ভগবান দাস এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাম বাহাদুর রাই জানিয়েছেন ভারতবর্ষে প্রথম ভারত মাতার মন্দির এই ব্যক্তি তৈরি করেছিলেন বারাণসীতে। করোনা পরিস্থিতিতে যে সংকট তৈরি হয়েছে এই সময় দাঁড়িয়ে তার মোকাবিলা করাটা প্রয়োজন। ফল এই সময়টা বিরোধ, প্রতিরোধ নয়। সমালোচনার সময় এটি।রাষ্ট্র পুনঃগঠনের দুটি দিক রয়েছে। একটি আন্তরিক। অপরটি বাহ্যিক। রাজ্য পুনর্গঠন এর এই আন্তরিকতা মূল দিকটি আমাদের ধরতে হবে।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম স্বরাজ ভাবনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের ৫ অক্টোবর পন্ডিত জহরলাল নেহেরুকে উদ্দেশ্য করে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি গ্রাম স্বরাজের বাস্তবায়নের কথা বলেছিলেন।মহাত্মা গান্ধীর কল্পনায় গ্রাম স্বরাজ ছিল এমন একটা পরিসর যেখানে সমস্ত ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে যে রকম পোস্ট অফিস, রেল স্টেশন, টেলিগ্রাফ পোস্ট, নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। কিন্তু এর পরিপন্থী ভাবধারা মেনে চলতেন পন্ডিত নেহেরু। তাইতো স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করেন।যা পাঁচ বছর পর মুখ থুবড়ে পড়ে ও চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়। তখন তিনি বলবন্ত রায় মেহেতা কমিটি গঠন করেন। যা পরবর্তী কালে ভারতের পঞ্চায়েতের ব্যবস্থার একটা ভাবনা তৈরি করে। সরকার ও পঞ্চায়েতের সাথে একটা ব্যবধান থেকেই যায়। আসলে পন্ডিত নেহেরু মনে করতেন যে গ্রামগুলি বৌদ্ধিক এবং সংস্কারের দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, মৌর্য, গুপ্ত যুগে থেকে ভারতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চলে এসেছে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ছিল।সেই সময় বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অংশীদারী ছিল ২৩ থেকে ২৭ শতাংশ। প্রতিটি গ্রাম স্বাবলম্বী ছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা এসে যে পঞ্চায়েতের মডেল তৈরি করল তাতে তারা শুধু গ্রামকে কর আদায়ের কেন্দ্র হিসেবে দেখতো। ফলে স্বাধীনতার পর বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অংশীদারিত্ব কমে দাঁড়ায় মাত্র তিন শতাংশ।

এদিন তিনি বলেন, বর্তমানে মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম স্বরাজ এর ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সম্প্রতি বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধানদের সাথে তিনি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আলাপচারিতাও করেছেন। এছাড়াও একাধিক প্রকল্প তিনি গ্রহণ করেছেন। বিশ্ব ও ভারতের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার তুলনা ১৯৪৫ সালের সঙ্গে করা যেতে পারে। ভারতের সংবিধানে একাধিক সংশোধন করে গ্রামের অধিকার ও পঞ্চায়েতকে শক্তিশালী করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ তম সংশোধনী করে দেশে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কায়েম করা হয় এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিভি নারাসিমহা রাও, ছাড়াও প্রশাসনিক আমলা বিনোদ পান্ডে। সংবিধান তৈরি করার প্রথম দিকে পঞ্চায়েতকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কিন্তু পরবর্তীকালে ৪০ নম্বর অনুচ্ছেদে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।তাঁর পরামর্শ, বর্তমান ভারতে পঞ্চায়েতকে আগে শক্তিশালী করতে হবে তার জন্য পঞ্চায়েত কর্মীদের প্রশিক্ষণ করতে হবে। রাজ্য সরকার ও পঞ্চায়েতের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করতে হবে। গ্রামীণ পঞ্চায়েতে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।গোটা দেশের পঞ্চায়েতি রাজের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য এবং পঞ্চায়েত কর্মীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য ভারতীয় পঞ্চায়েত প্রবন্ধন কমিটি গাড়তে হবে। পঞ্চায়েতের বিকেন্দ্রীকরণ একান্তভাবে প্রয়োজন। পঞ্চায়েতিরাজের ২৪৩ জি অনুচ্ছেদকে বিশেষভাবে কার্যকর করতে হবে।

পুর নিগমের ৩১ নং ওয়ার্ডে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের মধ্যে প্যাকেটজাত দুধ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। বনমালী পুর বিধানসভা কেন্দ্রের আগরতলা পৌর নিগমের অন্তর্গত ৩১ নং ওয়ার্ডে অঙ্গনওয়াড়ি শিশুদের মধ্যে শনিবার প্যাকেটজাত দুধ বিতরণ করা হয়। ৩১ নং ওয়ার্ড আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। অঙ্গনওয়াড়ি শিশুদের হাতে দুধের ডিবি তুলে দিয়ে বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য বলেন,, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে খাদ্য সামগ্রী সহ নানা সামগ্রী প্রদান করেছেন। স্থানীয়ভাবেও মানুষ গরিবদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বন্টন করছেন। অঙ্গনওয়াড়ি শিশুরা লকডাউন চলাকালে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভুগছে। সে কারণেই অঙ্গনওয়াড়ি শিশুদের মধ্যে দুধ বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। রাজিব বাবু অভিযোগ করেন, কিছু কিছু রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য ফেস্টুন লাগিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিলি করে চলেছেন, ।রাজনৈতিক দলের ব্যানার লাগিয়ে খাদ্য সামগ্রী বন্টন কোনোভাবেই কাম্য নয়। এখন রাজনীতি করার সময় নয়, রাজনীতি করার অনেক সময় আছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোকে তিনি রীতিমতো সতর্ক করে দিয়েছেন।

দুঃস্থদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ এসইউসিআই'র

আগরতলা, ২ মে।। নোভেল করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণ রুখতে দেশব্যাপী দীর্ঘদিনের লকডাউনের ফলে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যে তীব্র অভাব অনটন দেখা দিয়েছে তা লাঘব করতে কিছুটা সাহায্যের চেষ্টা করেছে এসইউসিআই(সি)। দলের তরফ থেকে বাধারঘাটের কড়ইমুড়া এলাকার ৮৫টি দুঃস্থ পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী দেয়া হয়েছে।

এদিকে, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠেয় সর্বদলীয় বৈঠকে অংশ নিয়েছিল এসইসিআই। দলের তরফ থেকে দাবী জানানো হয়েছে, রাজ্যের সব হাসপাতালে করোনা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা। বহিঃরাজ্যে আটকে পড়া মানুষকে রাজ্যে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

কামথানায় অগ্নিকান্ড, পুড়ল খেড়ের কুঞ্জ, অল্পতে রক্ষা পেল বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম,২ মে।। শনিবার রাতে ভয়াবহ আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেলো একটি বসত বাড়ি। ঘটনা শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে নয়টা নাগাদ মধুপুর থানাধীন কামথানা বিএসএফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়। ওই এলাকার স্বপ্না দেবনাথের বাড়ির পাশে একটি খেড়ের কুঞ্জর মধ্যে আগুন জ্বলতে দেখে চিৎকার শুরু করে দেয় বাড়ির মালিক স্বপ্না দেবনাথ। জড়ো হয় এলাকাবাসীরা। প্রথমে তারাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। পরবর্তী সময়ে খবর দেয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দফতরে। দমকল কর্মীরা ঘটনারস্থলে দ্রুত ছুটে গেলেও আগুন নিভাতে গিয়ে তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন রাস্তার জন্য তারা দমকলের ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনারস্থলে প্রবেশ করতে পারছিলনা। পরে বহু কষ্ট করে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাড়ির মালিকের আশঙ্কা তাদের বাড়ির এই খেড়ের কুঞ্জে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আর নাহলে আগুন লাগলো কীভাবে? ঘটনাস্থল থেকে অল্প এগিয়েই ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে। লকডাউনের মধ্যে বিএসএফ ক্যাম্প এবং ভারত - বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের অগ্নি কান্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

টিএমসিতে রক্তদান শিবির করল টিচিং এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ নন টিচিং এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এবং সূর্যমনি নগর যুব মোর্চার যৌথ উদ্যোগে শনিবার ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সূর্যমনি নগর এর বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল ।রক্তদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে চিকিৎসক-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। তারা আমাদের কাছে ঈশ্বর সম ।তারাআমাদের বাঁচিয়ে রাখতে অত্যন্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের কাছে পরিবার চেয়েও দেশ এবং জাতি অনেক বড়। তারা সেবা ধর্ম গ্রহণ করে মানুষের সেবা করে চলেছেন। দেশবাসী তাদের এই সেবা চিরকাল স্মরণে রাখবে।

কোনোপ্রকার সামিজিক দুরত্ব না মেনে উজ্বলা যোজনার গ্যাস বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ মে।। কোনোপ্রকার সামিজিক দুরত্ব ছারাই উজ্বলা যোজনার গ্যাস বিতরন করছে স্থানীয় নেতৃত্বরা। সমগ্র দেশজুরে লকডাউন চলারফলে গ্রামের খেটে খাওয়া লোকজনদের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা ঘোষনা করেছেন। যারমধ্যে রয়েছে উজ্বলা যোজনার গ্যাস বিতরন। আজ ঘটাকরে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত গার্দাং পঞ্চায়েতে উজ্বলা যোজনার গ্যাস বিতরন করাহয়। আজকে এই গ্যাস বিতরনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

করোনায় বিশ্বজুড়ে মৃত্যু বেড়ে ২৩৮,৩৮০, আক্রান্ত ৩.৩ মিলিয়নের বেশি

ওয়াশিংটন, ২ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিশ্বজুড়ে ফের বাড়ল মৃত্যু ও সংক্রমণ। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে শনিবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ২৩৮,৩৮০-এ পৌঁছেছে। সংক্রমিত ৩.৩ মিলিয়নের বেশি।

২ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৩.৩ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২৩৮,৩৮০। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১,১০৩,১১৫, ইতালিতে সংক্রমিত ২০৭,৪২৮, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২১৩,৪৩৫, ফ্রান্সে ১৬৭,৩০৫ এবং ব্রিটেন ১৭৮,৬৮৫ জন।

শান্তিরবাজারে বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার উদ্যোগে দুঃস্থদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ মে।। ৩১ নং ও ৬৬ নং বি এস এফ এর উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার মহকুমার নারাইফাং এলকার গরীব লোকজনদের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়াহয়। সীমান্তে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি লোকজনদের সাহায্যের হাত বারিয়ে দিলো ৩১ নং ও ৬৬ নং বেটেলিয়ামে কর্মরত বি এস এফ কর্মীরা। করুনা ভাইরাস দমনে সমগ্র রাজ্য জুরে চলছে লকডাউন পক্রিয়া। এই লকডাউন চলাকালিন কোনো লোকজন যাতেকরে অভুক্ত না থাকে তার জন্য গরিব লোকজনদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো বি এস এফ কর্মীরা। বর্ডার এলাকায় লোকজনদের নিরাপত্তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমের পাশাপাশি শান্তির বাজারের গরিব লোকজনদের পাশে দারালো

ছয়ের পাতায় দেখুন

ট্যাক্সি চালক সংঘের উদ্যোগে মোটর শ্রমিকদের মধ্যে পণ্য সামগ্রী সরবরাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। বিএমএস পরিচালিত ত্রিপুরা ট্যাক্সি চালক সংঘের উদ্যোগে শনিবার মোটর শ্রমিকদের মধ্যে রাজধানী আগরতলা শহরে খাদ্য পণ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএমএসএফ নেতৃবৃন্দসহ সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন বিএমএস পরিচালিত ত্রিপুরার ট্যাক্সি চালক সংঘ মোটর শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্যপণ্য বন্টনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা খুবই প্রশংসনীয়। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার গরিব অংশের মানুষের মধ্যে লকডাউন চলাকালে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগে এবং বিভিন্ন সংগঠনও গরিব মানুষের অংশের মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কারণ তারা গাড়ি চালাতে পারছেন না। রুটি রোজগার বন্ধ হয়ে পড়ায় তারা সংকটের মুখে পড়েছেন।শ্রমিক সংগঠন সহ অন্যদেরকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সাংসদ আহ্বান জানিয়েছেন।

বিএমএসএফ রাজ্য সভাপতি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন মোটর শ্রমিক লকডাউন এর ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। তাদের রুটি-রোজগারের দেখা দিয়েছে। ভারতীয় মজদুর সংঘ এ সময়ে একটি পারিবারিক সংগঠন হিসেবে কাজ করে চলেছে। শ্রমিক-কর্মচারীরা একই পরিবারের সদস্য তার প্রমাণ হিসেবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিএমএস নেতা আরো জানান রাজ্যের আট জেলাতেই এ ধরনের খাদ্যপণ্য সামগ্রী বন্টনের কাজ চলেছে। লকডাউন ঘোষণা করার পর থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২৫হাজার শ্রমিক পরিবারকে এ ।ধরনের সাহায্য করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। বিএমএস রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের কাছে আবেদন জানিয়েছে প্রত্যেককে একদিনের বেতনের টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করার জন্য। ত্রিপুরা ট্যাক্সিচালক সংঘ আয়োজিত খাদ্যপণ্য বন্টন অনুষ্ঠানে শনিবার প্রায় ৩০০ মোটর শ্রমিক এর হাতে বিভিন্ন খাদ্যপণ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। লক ডাউন চলাকালে এ ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলেও

কৃষিক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক

নয়াদিল্লি, ২ মে (হি. স.): দেশে করোনা পরিস্থিতিতে কৃষিক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে তৎপর কেন্দ্র। যার জন্য শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষিক্ষেত্রর নানা সমস্যা এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার নিয়ে আলোচনা করতে একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে কৃষিপণ্য বিপণন, অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্যের ব্যবস্থাপনা, কৃষকদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়ার সুবিধে এবং উপযুক্ত আইন গঠনের মধ্য দিয়ে কৃষিকে বিভিন্ন বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত করার মত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বর্তমান বিপণন ব্যবস্থাকে আরও কৌশলগত সহায়তা প্রদান এবং কৃষিক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। এছাড়া কৃষিক্ষেত্রর পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা, এরজন্য সুবিধেযুক্ত ঋণদান , পিএম-কিষান সুবিধাভোগীদের জন্য কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেবার বিশেষ উদ্যোগ বৃদ্ধি এবং রাজ্যর মধ্যে ও এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে উৎপাদিত ফসল বিক্রির সুবিধা যেন কৃষকরা পান সেই বিষয়গুলিও বৈঠকে স্থান পায়। ই-কমার্সের উন্নতিতে ই-ন্যামকে কিভাবে আরো শক্তিশালী করা যায়, সেই বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। কৃষি-অর্থনীতিতে মূলধন ও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিক্ষেত্রের নতুনভাবে বিকাশের জন্য দেশে অভিন্ন আইনী কাঠামো গড়ে তোলার সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখার বিষয়েও আলোচনা হয়। কৃষিকাজে জৈব-প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও চাষের খরচ কমানোর দিকটি নিয়ে মতবিনিময় করা হয়। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের স্বার্থ রক্ষা করে আদর্শ জমি ইজারা আইনের নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন পরবর্তী ক্ষেত্রে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বিপুল বেসরকারি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আইনকে কিভাবে যুগোপযোগী করা যায় সেই বিষয় নিয়েও বৈঠকে কথা হয়েছে। কৃষিপণ্যের রপ্তানীতে উৎসাহ দেবার জন্য নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য বিশেষ

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশ্ব শ্রমিক দিবস পালন করল টিইউসিসি

আগরতলা, ২ মে।। যথাযোগ্য মর্যাদায় ১লা মে বিশ্ব শ্রমিক দিবসটি পালন করেছে টিইউসিসি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। সংগঠনের রাজ্য কার্য্যালয়ের সামনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। তাছাড় সংগঠনের তরফ থেকে দুঃস্থ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে।

আংশিক সময়ের জন্য প্রেসক্লাব খোলা থাকবে

আগরতলা, ২ মে।। আগামীকাল ৩রা মে থেকে আংশিক সময়ের জন্য খোলা হচ্ছে আগরতলা প্লেসক্লাব। দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে প্রেসক্লাব। এই সময়ের মধ্যে প্রেসক্লাবের সদস্য ও সাংবাদিকরা প্রেসক্লাবের পরিষেবা নিতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব অবশ্যই বজায় রাখতে হবে বলে আগরতলা প্রেসক্লাবের তরফ থেকে শনিবার এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এদিকে, আগরতলা প্রেসক্লাবের তরফ থেকে পৃথক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে স্যন্দন পত্রিকার সাংবাদিক টিপু সুলতানের বাড়িতে বৃহস্পতিবার রাতে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালায়। এই ঘটনার নিন্দা করেছে প্রেসক্লাব। তাছাড়া ঘটনার সাথে জড়িত সব আসামীকে গ্রেপ্তারের দাবীও জানিয়েছে।

পুর নিগমের সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ মে।। আগরতলা পৌর নিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে শনিবার সাফাই কর্মীদের সংবর্ধনা ও সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শম্পা সরকার চৌধুরী এবং এলাকার বিধায়ক আশিস কুমার সাহা সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন এই সংকট মুহূর্তে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাফাই এর কাজ অব্যাহত রেখেছেন সাফাই কর্মীরা। তাদের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানানো প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে তিনি উল্লেখ করেন। পুরো

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।